প্রচলিত ধামাইল গীতি

সংগ্রহ ও সম্পাদনায়ঃ

wec j `vm cwRZ

উপ-সহকারী কৃষি অফিসার

মোবাইলঃ ০১৮১৯৯৭৩২১৬

অর্ঘ্যঃ ৮০ টাকা

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য বই

০১. ভজন গীতি সঞ্চয়ন
০২. শ্রীকৃষ্ণ লীলা পদামৃত
০৩. প্রচলিত ধামাইল গীতি

গান সংগ্রহ ও সার্বিক সহযোগীতায়ঃ

০১. উষা রানী দাস, মুছেগুল, বড়লেখা।
০২. মালতি রানী দাস, মুছেগুল, বড়লেখা।
০৩. সুশান্তি রানী দাস মুছেগুল, বড়লেখা।
০৪. জবা রানী নাথ, হাটবন্দ, বড়লেখা।

মুদ্রকঃ
B¥µU j KW¤úDUvm
ইসলামিয়া বিল্ডিং, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

নিবেদনঃ

আমার সহধর্মীনি মিতালী রানী দাসের একান্ত অনুরোধে প্রচলিত ধামাইল গীতি পুস্তিকাটি প্রকাশ করতে হলো। আমার প্রকাশিত "ভজন গীতি সঞ্চয়ন" এবং "পরবর্তীতে শ্রীকৃষ্ণ লীলা পদামৃত" বই দুটি পাঠকদের নিকট সাদরে গৃহিত হওয়ার পর মিতালী ধামাইল গান নিয়ে বই প্রকাশের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু গান সংগ্রহ করা যে কতটুকু কষ্টকর তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু মহৎ কোন কিছু করতে হলে একটু কষ্ট সহ্য করা উচিত মনে করে প্রকাশের জন্য মাঠে নেমে পড়লাম। গান সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় একই গান বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে বিধায় পাঠকদের অসুবিধা হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সংশোধনে সাহায্য করলে পরবর্তী প্রকাশে আরোও উন্নতরূপে প্রকাশের ইচ্ছা রইল।

পরিশেষে আমি আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

সংগ্রহক, সম্পাদক ও প্রকাশক

বিপুল দাস (প্রজিত)

উপ-সহকারী কৃষি অফিসার

ও

প্রচার, প্রকাশনা ও তথ্য বিষয়ক সম্পাদক

ডিকেআইবি

উপজেলা কৃষি অফিস

বড়লেখা, মৌলভীবাজার

মোবাইলঃ ০১৮১৯-৯৭৩২১৬

এই আশির্বাদ কর গুরু ভব সিন্ধু হইতাম পার।
আগে বন্দি শ্রীগুরুর চরণ বারে বার॥
ও মনরে দীক্ষাগুরুর চরণ বন্দি শিক্ষা গুরু আর।
জন্মদাতা মাতাপিতার চরণ বন্দি বারে বার॥
ও মনরে মায়ের দুটি স্তন বন্দি বন্দি অমূল্য ভান্ডার।
গয়া গঙ্গা কাশীতে গেলে শুধব মায়ের দুধের ধার॥
রামের সনে সীতা বন্দি কৃষ্ণের সনে রাধা আর।
দশরথ রাজা বন্দি রঘুনাথের পিতা আর॥
ও মনরে ভাইবে রাধারমন বলে এইবার এইবার।
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম ভবে আর কি হবে পুনর্বার॥

****

এগো বিনোদিনী রাই, রাম নাম বন্দনা করে যাই।
পূর্বেতে বন্দনা করি পূর্ব দিবাকর।
একদিকে উদয় ভানু চৌদিকে প্রহর॥
উত্তরে বন্দনা করি উত্তর সিংহাসন।
তেত্রিশ কোটি দেবগণে পাইতাছে আসন॥
পশ্চিমে বন্দনা করি ঠাকুর জগন্নাথ।
প্রসাদ বলিয়া বাজারে বিকায় ভাত॥
দক্ষিণে বন্দনা করি কালিদহ সাগর।
মনসার বিবাদে চান্দের চৌদ্দ ডিঙ্গা তল॥

****

প্রথম বন্দনা করি।
জয় জয় কিশোরী জয় শ্যাম চন্দ প্যারী॥
সতিরে অসতী করলায় অসতীরে সতী।
পতি পুত্র ছাড়াইয়া করলায় বনাচারী॥
মজাইয়া ব্রজাঙ্গনা শুনাইয়া বংশীর ধ্বণী।
যে কারনে জগত ভরি সবে পূজা করি॥
ভক্ত চরণ দাসে বলে শুন নাগর হরি।
প্রেম ধন লুটিয়া খাইয়া মন করিয়াছ চুরি॥

****

দয়াল আইস, আইস, আইসরে॥
আইস আইস ভক্তগণ, আগে বন্দি গৌর চরণ।
আসর বন্দিয়া গান গাইওরে॥
জল-রূপ-খেদ গাইও, বাশির সংবাদ আগে গাইও।
তাল যন্ত্রে মিশাইয়া গান গাইওরে॥
বাঁশির সংবাদ গাইও, সাধন ভরে চালাইও।
জল-রূপ-খেদ গাইও শেষেরে॥
অব গোবিন্দ দাসে কয়, শুন শুন মহাশয়।
আসর বন্দিয়া গান গাইওরে॥

****

আমি ডাকি কাঙ্গালিনী, কৃপা করে আইসগো দয়াল রাধারানী।
ঐ আসরে না আসিলেগো রাধে আসবে না গৌরমনি॥
ও রাধেগো, বৃন্দাবন ঘুরিয়া আইলাম ব্রজগোপীর বাড়ী।
তাহার মধ্যে বিরাজ করে কিশোর আর কিশোরী॥
ও রাধেগো, সাধুসন্ত গোসাই মোহন্ত ঐ নামের ভিখারী।
কৃপা করে দেও আমারে রাঙ্গা চরণখানি॥

****

গৌর আইস দয়া করিয়া, আনতে কি পারি গৌর তোমায় ডাকিয়া।
আমি নাম জানিনা, ধাম চিনিনা ডাকবো কি বলিয়া॥
গৌরারে, সংকীর্তনের শিরোমনি, প্রেমদাতা রসের খনি,
থাকি আমি আশাতে বসিয়া।
তুমি এসে কর নাম সংকীর্ত্তন, তোমার ভক্তগণ লইয়া॥
গৌরারে, আমার মনের এই আকিঞ্চন, ভক্তিডোরে বাঁধিব চরণ,
সে ডোর আমার গিয়াছে ছিড়িয়া।
আমি কি দিয়ে পুজিব চরণ ফুলের অঙ্কুর গেছে শুকাইয়া॥
গৌরারে, অন্নদা কয় পতিত পাবন, পতিত বলতে আমার মতন,
পাবেনা ত্রিজগৎ ঘুরিয়া।
আমি জন্মে জন্মে পতিত রইলাম, তোমার চরণ পাব বলিয়া॥

****

আমি ডাকি কাতরে, প্রান গৌর আইস আমার আসরে।
আইসরে কাঙ্গালের সখা আমার হৃদয় মন্দিরে॥
পঞ্চতত্ত্ব সঙ্গে নিয়ে, ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশিয়ে, গৌরহে।
আমার হৃদয় মাঝে উদয় হয়ে (গৌরচান) ভাসাও প্রেমনীরে॥
অকূলে ধরিয়াছি ফাড়ি, তুমি বিনে নাই কাণ্ডারী, গৌরহে।
আমার জীর্ণ তরী তুফানভারী (গৌরচান) প্রাণ কাপে ডরে॥
দ্বীজ কালীকান্তে বলে, জীবন খোয়াইলাম হেলে হেলে, গৌরহে।
আমি কি করিতে আইলাম ভবে, এসে কি করিলামরে॥

****

ডাকি কাতরে, হায় হায়রে কৃপা করে আইস গৌর ঐ আসরে।
সত্য যুগে ছিলেন হরি, ত্রেতাতে রাম ও হায় হায়রে।
ওরে দ্বাপরেতে কৃষ্ণচন্দ্র কলিতে গৌরাঙ্গ ও হায় হায়রে॥
বৃন্দাবনে তিনটি পুষ্প একটি পুষ্প সাদা ও হায় হায়রে।
এক পুষ্পেতে কৃষ্ণচন্দ্র আর ফুলেতে রাধা ও হায় হায়রে॥
ভাইবে রাধা রমন বলে এইবার ও এইবারও হায়রে।
হওরে মুনিষ্য দুর্লভ জনম না হইবে আর ওরে হায় হায়রে॥

****

প্রিয় ভক্তে তোমায় ডাকিয়াছেরে গৌর আইস এই আসরে।
গৌর আইস এই আসরে, আমার নিতাই আইস এই আসরে॥
বনফুলে সাজাইব, বিনা সূতে হার গাঁথিব।
তোমার শ্রীঅঙ্গে চন্দন ছিটাবো (গৌর), হেরব দু'টি নয়ন ভরে॥
সত্য যুগে ছিলেন হরি, ত্রেতাতে রাম ধনুর্ধারী।
দ্বাপরেতে নন্দের ঘরে (গৌর) খাইলায় মাখন চুরি করে॥
কলিতে গৌরাঙ্গ রূপে, নামে জগৎ ভাসাইলে।
তুমি সকলকে ত্বরালে ভবে (গৌর), আমি অধম রইলাম বসে॥

****

আমার সোনার গৌর উদয় হইলো দেখরে, ঐ আসরে ।
তারে যত্নকরি বসাও নিয়া আসরের মন্ডলে॥
গৌর আইলা নিতাই আইলা, চন্দ্র সূর্য উদয় হইলা ।
নারদ ঋষি সঙ্গে আইলা বীণা যন্ত্র লইয়া॥
গোকূলেতে পুষ্পতুলি, চম্পকেতে মালা গাঁথি।
দেওনি মালা গৌর গলে হেলাইয়া দুলাইয়া॥
ভাইবে রাধা রমন বলে, গৌর আইলা ঐ আসরে।
দেওনি চন্দন গৌর অঙ্গে ছিটাইয়া ছিটাইয়া॥
****

এসো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারীহে, নরহরি ।
তুমি ঐ আসরে এসো গৌর হেরব দু'নয়ন ভরি॥
সত্যযুগে ভূমন্ডলে, লক্ষ্মীসহ দেখা দিলে।
তুমি নারায়ন রুপধরি জগৎ বিস্তারিতহে॥
ত্রেতাযুগে রঘু বংশে, জন্ম নিলায় চারি অংশে
সীতাকে সঙ্গে লইয়া হইলায় বনাচারীহে॥
দ্বাপরেতে নন্দের ঘরে, খাইলায় মাখন চুরি করে।
তুমি ব্রজগোপীর মন হরিলায় বাজাইয়া বাশরীরে॥
কলিযুগে নিমাই হয়ে, জন্ম নিলায় শচীর গর্ভে।
তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে থইয়া হইলায় দন্ডধারীহে॥
****

একবার এসোহে গৌরাঙ্গ চাঁদ আমার আসরে।
আমি হৃদয় পদ্ম সিংহাসন রেখেছি যতন করে॥
শ্রীরূপ আদি সনাতন, ভক্তাদি বৈষ্ণবগণ।
গৌর এস কর সংকীর্ত্তন শ্রীরাধার প্রেম মন্দিরে॥
গৌর তুমি যে পতিত পাবন, উদ্ধারিলে অজামিল।
জগাই-মাধাই তারা দু'ভাই ত্বরালে করুণাময়॥
****

আমি কোন সাধনে পাব গৌর তুমারে ঐ আসরে।
নাই ভক্তিবল, করলায় দুর্বল সৃজন করে আমারে॥
থাকত যদি সাধন রতি, গুরু পদে হইত মতি
আমি গৌর বলে করতাম ভক্তি, অতি মনের সাধনে॥
বলে দ্বীন পরমেশ্বরে, অন্তে যেন পাই তোমারে।
তুমি নিজগুনে এসো গৌর আমার হৃদয় মাঝারে॥

****

তুমি এই আসরে এসো প্রভূ নিরঞ্জন, শচীর নন্দন।
তুমি আসিলে আনন্দ হবে নিরানন্দ হয় বারণ॥
সত্যযুগে ছিলায় হরি, ত্রেতাতে রাম ধনুধারী।
তুমি রাবন রাজা বধ করিয়া রাজ্য দিলায় বিভিষণ॥
দ্বাপরে কালিয়া কানু, রাখাল বেশে চরাও ধেনু।
বাজাইয়া মোহন বেনু গোপীর মন করলায় হরণ॥
কলিতে নিমাই হয়ে, জন্ম নিলায় শচীর গর্ভে।
তুমি বিষ্ণু প্রিয়া ঘরে থইয়া সন্ন্যাসে করলায় গমণ॥

****

আইস গৌর নিত্যানন্দ আমার আসরে।
তুমি আসিলে আনন্দ হবে নিরানন্দ যাবে দূরে॥
ভক্তগণ সঙ্গে করি, আইস গৌর দয়াল হরি
তোমার আসন সাজাইয়াছি হৃদয় মন্দিরে॥
তোমার যন্ত্র তুমি ধর, তোমার কীর্ত্তন তুমি কর।
দেহ যন্ত্র না বাজাইলে বাজে কেমনে॥
সুরেন্দ্র মোহনে বলে, তুমি দয়া না করিলে।
তোমায় পতিত পাবন কে ডাকিবে জগৎ সংসারে॥

****

গৌর গৌর গৌর বলে অঙ্গ যায় জ্বলিয়াগো সই।
গৌর চান্দের দেখা পাব গেলে কই॥
সইগো সই, তিলেক মাত্র পাইতাম যদি গৌর গুণমণি।
কেশেতে ছাপাইয়া রাখতাম ঝাইড়া বানতাম বেণি॥
সইগো সই, গৌর আমার কাল ভুজঙ্গ দংশিল আমায়।
ওঝা-বৈদ্য নাই গো সাধ্য ঝাইড়া নামাইবার॥
সইগো সই, হাতে লুটা মাথে জটা রামাবলী গায়।
কপালে চন্দনের ফুটা দেখলে চিনা যায়॥
সইগো সই, আমি অতি দ্বীন দুঃখিনী দুঃখে কাটাই কাল।
ছাড়াইতে না পারি গো আমি এই ভবে জঞ্জাল॥

****

তোরা দেখবে যদি আয় সোনার গৌর এলো নদীয়ায়।
এগো তার পানে চাইতে নয়ন ফিরানো না যায়॥
নয়ন বাঁকা ভঙ্গি বাঁকা কপালে তিলকের রেখা।
সোনার অঙ্গে রূপের কিরণ ঢেউখানি খেলায়॥
দ্বিজবংশী দাসে বলে ভুলে রইলাম মায়ার পাশে।
ঐ রাঙ্গা চরনে যেন আমার প্রাণ যায়॥
হেইরে আইলাম গো, সুরধুনী ঘাটে আজি গৌররায়।
কুক্ষণেগো গিয়াছিলাম সুরধনির জলের দায়॥
কী শোভা তার ভঙ্গি বাঁকা, কপালে তিলক রেখা।
গলে ছিল বনমালা, নামাবলী ছিল গায়॥
যে রূপ লাগিল নয়নে, গৃহকর্ম না লয় আমার মনে।
আমার মন টানে গো সে যেখানে, সে বিনে প্রাণ রাখা দায়॥
মন বিলাসে কয় কৈলাসে, মন দিয়ে চরণ পাশে।
গোসাই রাসবিহারী না আসিলে সাধের জনম বৃথা যায়॥

****

গৌর রূপের ফান্দে ঠেকাইল আমায়গো ও নাগরী॥
গিয়াছিলাম সুরধুনী, হেরিয়া আইলাম গৌরমণি।
এমন রসের খনি আর এ জগতে নাই॥
জোড় ভুরু ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা আখি না যায় ঢাকা।
গৌরায় যার পানে চায় আপনে মন ভুলায়গো॥
ভাইবে রাধা রমন বলে, (তারে) পাইতাম যদি কোন ছলে।
আমার প্রাণ জুড়াইতাম রাখিয়া হিয়ায়॥
****
নয়ন ভুলিয়া রইল, গৌরাঙ্গ রূপে প্রাণ নিল গো নিল।
ও প্রাণ নিল গো নিল, ও প্রাণ নিল গো নিল, ও প্রাণ নিল গো নিল॥
যে ঘাটে জল ভরতে গেলাম, সে ঘাটে গৌরাঙ্গ গো আইল।
চাইতে চাইতে নয়ন আমার ভুলিয়া রইল॥
যা ছিল গো কুলমান সকলি গৌরাঙ্গ গো নিল।
লোকের কাছে গৌরায় আমার দোষী বানাইল॥
ভাইবে রাধারমন বলে জলের ঘাটে দেখা গো হইল।
আবার আমি জলে যাব চলো গো চলো॥
****
গৌরাঙ্গ লাবণ্য রসময়গো, গৌরচান সোনার বরণ॥
সোনাতে সোহাগা দিয়া, গৌর অর্চনা তায় মিশাইয়া।
আমার কাচা সোনা কে করল মিশ্রণ॥
নবীন সন্ন্যাসীর বেশে, (গৌরচান) দাড়াইয়াছে রাজপন্থে।
কত যৌবত নারীর মন করলো হরণ॥
ভাইবে রাধা রমণ বলে, গৌর গৌর গৌর বলে।
আমার গৌর জ্বালা হয়না নিবারণ॥
****
গৌররূপ হেরিলাম গো ও যেমন স্বর্ণমণি।
কুক্ষণে গো গিয়াছিলাম জলে সুরধুণী॥
স্বর্ণ কি কাঞ্চন দিয়া গো, গড়িয়াছে কি না জানি।
কি দিব রূপের তুলনা, যেমন উদয় দিনমণি॥
স্বর্ণ বর্ণ রূপ হেরিলাম গো, হইলাম পাগলিনী।
জগন্নাথ কয় দেহ থইয়া, লইয়া যায় পরানী॥
****

ঘোমটা খুলে বদন তুলে দেখিলাম গো চাইয়া।
রসের নট নেচে যায় নদের বাজার দিয়া॥
ঠাঁম ঠমকা কাঁকালী বাঁকা মধুমাখা হাসি।
মনে করি জাতি কুল হারাই হারাই বাসি॥
মনে ছিল নদে জুড়ি এদেহ বিছাই।
হিয়ার উপরে তুলি গৌরাঙ্গ নাচাই॥
করি শুড় জিনি কিবা বাহুর হেলা দোলা।
হিয়ার দোলনে দোলে মালতীর মালা॥
আমার গৌরাঙ্গ নাচে হেম কিরনিয়া।
হেমের গাছে প্রেমের রস পড়ছে চুয়াইয়া॥
জলের ঘাট আলো করছে গৌর রূপের ছটা।
রূপ হেরিতে হুড় পড়েছে নব যুবতীর ঘটা॥
দেখলে পরে মরবি ক্ষেপে কুলসে রবে নাই।
কুলমান রখিবা যদি থাকগে বিরল ঠাঁই॥
কুল খোয়াবি বাউরি হবি লাগবে রসের ঢেউ।
লোচন বলে রসিক হলে জানতে পারে কেউ॥

****

মন পাগল হইলরে, গৌরাঙ্গ রূপ দেখে।
গৌরাঙ্গ রূপ দেখে গো সখি, গৌরাঙ্গ রূপ দেখে॥
কি দেখলাম কি দেখলাম সখি, গৌররূপের ঝিকিমিকি, এ দুটি চক্ষে।
ফিরিয়া না দেখলাম তাকে নদীর ঘাটে, তখন আমার কলসী কাঁকে॥
গৌর আমার মাথার বেণী, খোলে দেখলাম ও সজনী, মনের সাধেতে।
গৌর বিনে প্রাণ বাঁচেনা, কি যন্ত্রণা, মনে পড়ে থেকে থেকে॥
দংশিল গৌরাঙ্গ মণি, বিষ নামেনা ও সজনী, উপায় কি করি।
বিষে অঙ্গ দগ্ধ হইল, প্রাণ গেল, ওঝা বৈদ্য আননো ডেকে॥

****

গৌর রূপে নয়ন আমার ফিরাইতে আর পারি না।
ও নাগরী গৌর বিনে প্রাণ বাঁচে না ।
গিয়াছিলাম সুরধুনী, হেইরে আইলাম গুণমনি,
কি দিব তার রূপের তুলনা।
কোটি আঁখি নাই গো দিল, দু'নয়নে কি হেরবি,
দু'নয়নের দরশনে তাপিত প্রাণ আর জুড়ায়না॥
যে দংশা দংশিল গৌরাঙ্গ মনি, বিষ নামেনা ও সজনি
গৌর বিনে ও নাগরী অন্য ঔষধ আর মানে না॥
****

সুরধুনীর তীরে গো সোনার বরণ নাগর বিনোদিয়া।
গৌরায় ভাসাইল নৈদাপুরী প্রেমরস দিয়াগো॥
নদীয়ার নাগরী যারা, কলসী ভাসাইয়া তারা,
রূপ চায় পাগলিনী হইয়া।
গৌরায় মারিয়াছে বিষম বাণ, নয়ন ভরিয়াগো॥
না জানি কোন কারিগরে, নিরলে বসিয়া তারে,
গড়িয়াছে কি না রস দিয়া।
আমার মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম কুলমান ত্যাজিয়াগো॥
তুলসী মঞ্জুরী গুণে, আঁখি ফিরায় যার পানে,
মরমে সে মরিবে বুঝিয়া।
ঠাকুর গোপালের প্রাণ কান্দে ঐ রূপের লাগিয়াগো॥
****

গৌররূপে নয়ন আমার নিল গো উপায় কী করি।
নয়ন নিল আইল না গো, প্রাণ নিল তার সঙ্গে করি॥
একদিন ললিতার সাথে, গেলাম সুরধুনীতে,
ও নাগরী দেখে আইলাম পান্থ।
তার নাম জানি না, গ্রাম চিনি না, কে আনিল নৈদাপুরী॥
একখান নামাবলী গায়, সে যে আইল নদীয়ায়,
হরি নামের গাথা মালা দুলছে তার গলায়।
সে কার ভাবে ভাবিনি হইয়া রাধার ঋণ শোধিতে দণ্ডধারী॥
গৌরা কাঁচা সোনার ন্যায়, আস্তে হাটিয়া যায়,
মাঝে মাঝে কালাচান্দের ঝলক দেখা যায়।
তার ভাব ভঙ্গি বুঝিতে নারি, বলে শ্যামলা সুন্দরী॥
****

বাজিওনারে শ্যামের বাঁশি নীরব হইয়া থাক।
শ্যামের বাঁশি না বাজিলে আপনে কেন বাজ॥
তুমি যে থাকরে বাঁশি গুরুজনার কাছে।
নাম ধরিয়া বাজাও বাঁশি আমি মরি লাজে॥
অষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশি রন্দ্র সারি সারি।
এক রন্দ্রে পাগল করল মুই অবলা নারী॥
ভাইবে রাধারমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
অবলারে শান্ত কর দরশন দিয়া॥

****

কে আমারে ডাক বাঁশিরে বাঁশি আড়ালে থাকিয়া।
সামনে আইসা কওনা কথা কি দোষ জানিয়া॥
সে পাড় থাইক্কা ডাক বন্ধুরে এ পাড় থাইক্কা শুনি॥
আমি তো অবলা নারী সাতার না জানি॥
ভাইবে রাধা রমন বলে বাঁশি মনেতে ভাবিয়া।
চোখের দেখা মুখের হাসি কে কইরাছে মানা॥

****

আর জ্বালা দিওনা বাঁশিরে বাঁশি তুমি আর জ্বালা দিও না।
জনম দুঃখিনী রাধা জান কি জান না বাঁশিরে॥
বসনে বদন ঢাকিরে বাঁশি যত দুঃখ মনে।
বাবুল ফুলের কাটার মতো বিন্দল পরানে বাঁশিরে॥
কাঞ্চাবাঁশের বাঁশি তুমিরে বাঁশি কেরুল বাঁশের আগা।
কেমনে জানিলায় বাঁশি আমার নামটি রাধা বাঁশিরে॥
ভাইবে রাধা রমন বলেরে বাঁশি মনেতে ভাবিয়া।
এই জনমটি গেল আমার কান্দিয়া কান্দিয়া বাঁশিরে॥

****

আজ কেনরে প্রাণের সুবল রাই এলো না যমুনাতে।
রাই এলো না যমুনাতে, রাই এলো না যমুনাতে, রাই এলো না যমুনাতে॥
সুবলরে, না জানি রাই কোন কারনে, বিচ্ছেদ পাড়িল মনে,
মান করে রাই বিনা অপরাধে।
দারুণ মাইয়ার প্রেমে প্রাণ সপিলাম পারলাম রাইর মান ভাঙ্গাতে॥
সুবলরে, কইও কইও প্রাণের সখা, রাইর সনে হইলে দেখা,
আমার কথা কইও গোপনে।
পাইলে তারে বুঝাই কইও শ্যাম আসিবে সময় মতে॥
সুবলরে, পতিত পাবন নামটি ধর, জগতের দুঃখ বারণ করো,
আমার দুঃখ রইল জগতে।
রাধা রমন বলে ছাড় আশা কাজ নাই আমার ঐ পিরীতে॥
****

কি অপরূপ রূপ দেখিলাম যমুনাতে আসিয়ারে সুবল ভাই,
ভাই নয়ন আমার কাড়িয়া নিল॥
সুবলরে, যেমন সারদা শশী, আকাশ হতে পড়ল খসি,
উদয় হইল যমুনার ঘাটে।
না জানি কোন বিধি তারে সৃজন করিলরে সুবল ভাই॥
সুবলরে, চাইয়া আমার পানে, যেমন সুহাস্য বদনে,
সখির সনে কানে কানে কি কথা কহিল।
তার বিধুমুখে মধুর হাসি, আমার অন্তরে লাগিলরে সুবল ভাই॥
সুবলরে, না জানি কোন কর্মফেরে, নিষ্ঠুর স্বামীর ঘরে,
দুঃখে কাল যাপন করে ভাবে বুঝা যায়।
তা না হলে কেবা তারে এত দূরে পাঠায় জলের দায়রে সুবল ভাই॥
****

পূর্ণমাসী চন্দ্র যেমন উদয় হইলরে সুবল উদয় হইল।
কোন রমণী জলের ঘাটে আইল॥
সুবলরে, আগে পিছে অষ্টসখি, মধ্যে রাধা চন্দ্রমুখী,
শশী যেমন নক্ষত্রে ঘিরিল।
আড় নয়নে মুচকি হাসিরে সুবল নয়ন টলমল॥
সুবলরে, দেখিতে উজ্জ্বল নয়নী, হেরে নেয় নয়নের মণি,
চিন্তামনি তাতে মাখা ছিল।
তার মনে জানি কি ভাব ছিলরে সুবল কহিতে না পারিল॥
সুবলরে, কঠিন পুরুষ জানি, জল আনিতে পাঠায় ধনি,
হীরার কলসী কাঙ্কে দিয়া।
পীতাম্বর কয় এই হইতেরে সুবল মরন মঙ্গল॥

****

সুবল বল বল বল ভাই, কেমন আছে কমলিনী রাই।
আমি যার লাগিয়া বৃন্দাবনেরে সুবল কান্দিয়া সদায় বেড়াই॥
সুবলরে, গিয়াছিলাম যমুনাতে, ধরলাম রাইয়ের চরনেতে,
নয়ন তুলে চাইলো না গো রাই।
আমার ছিল আশা দিল দাগারে সুবল, আর পিরীতে কার্য নাই॥
সুবলরে, রাধা আমার পরম গুরু, মনোবাঞ্ঞা কল্পতরু,
রাধার লাগি বড় দুঃখ পাই।
একবার আনি দেখাওরে সুবল, আমি জনমের মতো দেখে যাই॥
সুবলরে, বলে গোসাই দাগু চান্দ, নিধি রামের কপাল মন্দ,
মন্দ কপাল ঘুচল না আমার।
জল দিলে দ্বিগুন জ্বলে রে সুবল, আমি প্রেমের ঔষধ কোথায় পাই॥

****

শ্যাম জানি কই রইল গো শ্যাম রূপে মনপ্রাণ নিল।
যে যে ধন নিল প্রাণ নিল, নিল কোন সন্ধানেগো॥
রূপের পানে চাইতে চাইতে, রূপ নেহারিল।
রূপ সাগরের মাঝে আমায় প্রানে ডুবাই মারলগো॥
শ্যাম বিচ্ছেদে অঙ্গ আমার জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠেগো।
শীঘ্র করি আন শ্যামকে, প্রাণ গেল প্রাণ গেলগো॥
ভাইবে রাধা রমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
অবশ্য যমুনার জলে সে যে উদয় হইবে গো॥
****
আমি উন্মাদিনী হইলাম যার লাগিয়াগো, রূপ দেখিয়া।
সে জনারে একবার আমায় দেখাওগো আনিয়া॥
নয়নে রাখিয়া নয়ন, কলসীতে জল ভরি তখন।
কাঙ্কের কলসী গিয়াছে ভাসি প্রেমের ঢেউ লাগিয়া॥
হেন কালে শ্যাম নাগরে, বাঁশি বাজায় কদম তলে।
মধুর স্বরে বাজায় বাঁশি হাসিয়া হাসিয়া॥
ভাইবে রাধা রমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
আনি দেও মোর প্রাণের কলসী জলে ঝাফ দিয়া॥
****
দেখিয়া আইলাম তারে সই দেখিয়া আইলাম তরে।
এক অঙ্গে এতোরূপ নয়নে না ধরে॥
বান্ধ্যাছে বিনোদ চুড়া, নবগুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ুরের পাখা বমে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরনখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হেলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হইলাম অচেতন॥
গৃহকর্ম করিতে এলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ॥
****

কানু সে বিনোদ রায় গো সখি কানু সে বিনোদ রায়।
বিনোদ চিকুরে, বিনোদ বরিহা, উড়িছে বিনোদ বায়॥
বিনোদ কপালে, বিনোদ তিলক, বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ অধরে, বিনোদ মূরলী, বিনোদ বিনোদ বাজে॥
বিনোদ গলায়, বিনোদ মালা, বিনোদ বিনোদ দোলে।
কোন বিনোদিনী, বিনোদ গাথুনি, গাথিল বিনোদ ফুলে॥
বিনোদ কটিতে, বিনোদ ধটি, বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ চরনে, বিনোদ নুপূর, বিনোদ বিনোদ বাজে॥
কহে যদুনাথ, বিনোদ নাগর, বিনোদ কদম্ব তলে।
কত বিনোদিনী, বিনোদ হেরিয়া, কলসী ভাসায় জলে॥

****

ভুবন মোহন রূপে মন নিল হরিয়া।
কালিন্দির কালো জলে আমার কলসি নিল ভাসাইয়া,
রইলাম আমি চাতকিনী হইয়া সখি গো॥
নিভিয়া ছিল মনের আগুন কে দিল জ্বালাইয়া।
হিয়ার মাঝে তুষের অনল জ্বলছে গইয়া গইয়া,
অনল কে দিব নিভাইয়া সখি গো॥
কি বলব আর রূপের কথা শুন মন দিয়া।
তার বিধু মুখে মধুরহাসি, আমার প্রাণ নিল কাড়িয়া,
সে যে রসের বিনোদিয়া সখিগো॥
ভাইবে রাধা রমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
চাতকিনীর প্রাণকান্দে ঐ রূপের লাগিয়া,
সে যে শ্যাম রূপের লাগিয়া সখিগো॥

****

আমি হেরিয়া আইলাম কি লাবণ্য শ্যামরূপে মনোহরা।
এগো ব্রজপুরে এমন রূপ দেখছোনি কেউ তোরারে॥
হাঁটিতে খসিয়া পড়ে সুধামৃত ধারা।
সেই সুধা পানে করে ভাগ্য আছে যারারে॥
ভঙ্গি করি দাঁড়াইয়াছে হস্তে বাঁশি ধরা।
চাহিতে যুবতীর পানে বাঁকা নয়ন তাঁরারে॥
রূপচরণ কয় পাইলাম না গো রাধারমনের ধরা।
যার লাগি হইলাম আমি কুল কলঙ্কিনীরে॥

****

কি রূপ দেখলাম জলের ঘাটে ভুলিলে না ভুলা যায়।
সোনার অঙ্গ মলিন আমার হইল গো চিন্তায়॥
একদিন জলের ছায়ায়, কি রূপ দেখলাম হায় গো হায়,
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় নদীয়ায়।
গগণ ছাড়িয়া সইগো রূপ লাগিয়াছে কদমতলায়॥
চিন্তা কিসে হয় বারণ, চিন্তা রোগের ঔষধ সইগো কর অন্বেষণ।
শীঘ্র করি আনগো বৈদ্য নইলে আমার প্রাণ যায়॥
ভাবিয়া পুলিন বলে আমার প্রাণ যাইবার কালে
কৃষ্ণ নামের দুইটি অক্ষর শুনাও কর্ণমূলে।
মরি মরি কিসে বাঁচি, বন্ধু বিনে প্রাণ যায়॥

****

শ্যামরূপের নাই তুলনা গো, শ্যাম রূপের নাই তুলনা।
শ্যামরূপে নয়ন নিল বুঝাইলে মনে বুঝেনা॥
নবীন ত্রিভঙ্গী বাঁকা, চূড়ার উপর ময়ুর পাখা।
শ্যাম আইসে আইসে নাইছে নাইছে কদমতলায় আনা জানা॥
যাইতে যমুনা জলে, দেখা হইল কদমতলে।
লাগাইয়া প্রেমের বরশী হেস্কাটানে প্রাণ বাচেঁনা॥
ভাইবে রাধা রমণ বলে, প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে।
কুলবধুর কুল বিনাশী পরিনামে ভয় রাখে না॥

****

কালায় রাধারে ভাবিয়া মনে, বাঁশি বাজায় নিধুবনে।
ডাকে মনসাধে আয়গো রাধে, তোর লাগি মোর কাঁদে প্রাণে॥
সখিগো, যখন থাকি গৃহকাজে, বাঁশি বাজায় রাধা বলে ওগো ললিতে।
কালার বাঁশির টানে উন্মাদিনী গৃহে থাকি আকুল প্রাণে॥
সখিগো, ভাইবে রাধা রমন বলে, প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে, ওগো ললিতে।
কালার বাঁশির গানে উন্মাদিনী মন প্রাণ সহিতে টানে॥

****

মান কুলমান যায় না রাখা, বাঁশিয়ে বলে রাধা রাধা।
বাঁশিয়ে বলে রাধা রাধা, বাঁশিয়ে বলে রাধা রাধা, বাঁশিয়ে বলে রাধা রাধা॥
সখিগো, কোন বনে বাজায়গো বাঁশি, চলগো তোরা দেখে আসি,
পাইলে বাঁশি করো গো মানা।
আমার মনে বড় দুঃখ দিল, অন্তরে সে করে খাঁ খাঁ॥
সখিগো, প্রেম করিলাম সাধে সাধে, এখন কেন লোকে হাসে,
প্রেম বুঝি আর ভাল লাগে না।
ভাইবে মহেন্দ্র কয় বাশিঁর দোষ নয় কর্মদোষে এ দুর্দশা॥

****

বাজল বাঁশি রাধা বলে গো, বাজল বাঁশি রাধা বলে।
সঙ্গিনী রাই সঙ্গ পাইয়া, রঙ্গিনী রাই যায় গো জলে॥
জল আনিতে যায়গো রাধা, শাশুড়িয়ে দেয় গো বাধা।
যাইও না গো বউ জলেল ঘাটে ঘরে বসে থাক নিরলে॥
শুনিয়া জটিলার কথা, মনেতে পাইয়াছে ব্যথা।
মনিহারা ফনীর মতো ভাইবে অধর চান্দে বলে॥

****

তোরা দেখগো আসিয়া, মধুর স্বরে বাজায় বাঁশি শ্যামচান্দ কালিয়া।
জয় রাধা শ্রীরাধা বলে, বাজায় আনাইয়া বিনাইয়া॥
কে কে যাবে জল আনিতে গো আয়গো ত্বরাই করিয়া।
তোমরা যদি না যাও জলে, যাব একাকিনী হইয়া॥
ঘরে বাদী কাল ননদী, কইনা ফুকারিয়া।
কতই না সন্ধানে কান্দি আনাইয়া বিনাইয়া॥
জলে গেছে সবই দেখি উন্মাদিনী হইয়া।
অধীন রামজয় বলে যাইতাম আমি কুলমান ত্যজিয়া॥

****

বাঁশিরে শ্যামের বাঁশি, বাঁশি নিলায় কুলমান।
নিলায় কুলমানরে বাঁশি, বাঁশি নিলায় কুলমান॥
দয়া মায়া নাইরে বাঁশি, নাইরে ধর্মজ্ঞান।
কে তোরে শিখাইল বাঁশি, রাধা রাধা নাম॥
তোমার বাঁশির স্বরে, যোগী ছাড়ে ধ্যান।
সতী নারী পতি ছাড়ে যমুনা উজান॥
ভাইবে রাধারমণ বলে, শুনে বাঁশির গান।
মনের সাধে প্রাণ বন্ধুরে যৌবন করতাম দান॥

****

তরুমূলে কে বাঁশি বাজায়গো সখি জানিয়ে আয়।
বাঁশির রব শুনিয়া গৃহে থাকা দায়গো॥
এক সুরেতে ধেনু রাখে, আর সুরে রাইর মন হরেগো।
আরেক সুরে রাধা গুণ গায়গো॥
আয় সখি তোর পায়ে ধরি, আগে শ্যামকে মানা করিগো।
আমার চিত্ত চোরা বন্ধু নাকি যায়গো॥
ভাইবে রাধারমনে কয়, (শ্যামের) বাঁশিতো সামান্য নয়গো।
বাঁশি যে দাসী করে সঙ্গে নিতে চায়গো॥

****

ঐ শোনা যায় বন্ধের বাঁশি বাজায়গো জয় রাধা বলে।
কলসী নিয়ে আয়গো ত্বরা কে যাবে যমুনা জলে॥
সখিগো, কলসী থইয়া পারে, গাঁথবো মালা বনফুলে,
দিব কালার গলেতে পরাইয়া।
আমি নয়ন ভরে হেরব ঐ রূপ দাঁড়াইয়া কদম্ব মূলে॥
সখিগো, অগুরু চন্দন চুয়া, কঠরাতে নেও ভরিয়া,
দিব কালার অঙ্গেতে ছিটাইয়া।
দ্বিজ ভুবন বলে সব সখিগন বাহির হও জয় কৃষ্ণ বলে॥

****

কাতরে কই সুবল মনের খেদে বাঁশিতে কর গান।
মনের খেদে বাঁশিতে কর গান, মনের খেদে বাঁশিতে কর গান,
মনের খেদে বাঁশিতে কর গান॥
সুবলরে, তুমি থাক বৃন্দাবনে, আমি থাকি ব্রজধামে,
বাঁশির ধ্বনি শুনিনা কর্ণে।
তুমি বল আমি শুনিরে সুবল, তোমার বাঁশি কেমন গুণবান॥
সুবলরে, পুরুষ ভ্রমরা জাতি, নানান ফুলে করে গতি, নাইরে ধর্মজ্ঞান।
পুরুষ হইলে বুঝতে পারেরে সুবল, নারী কেমন গুণবান॥
****
শ্যামের বংশীর ধ্বনি শুনে ললিতে গো, গৃহে রইতে আর পারিনা।
গৃহে রইতে আর পারিনা, গৃহে রইতে আর পারিনা, গৃহে রইতে আর পারিনা॥
বাঁশি বাজায় গহিন বনে, আমার প্রাণ কান্দেগো রাত্রদিনে,
কলঙ্ক নাম জগতে ঘোষণা॥
বাঁশি বাজায় রইয়া রইয়া, প্রাণ উঠেগো চমকিয়া।
আমি আর জ্বালা সইতে পারিনা॥
বাঁশি বাজায় কালাচান, এস্কা হেস্কা মারে টান।
ভাইবে রমন বলে কেবল কান্দা গেলনা॥
****
ঐ নাকি গো শুনা যায়, প্রাণনাথে বাঁশরী বাজায়।
নিজ নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশি গৃহে থাকা দায়॥
চলগো সখি যাইগো নিধুবনে গেলে পাব কৃষ্ণ দরশন।
ললিতা বিশাখা সখি কে কোথায়গো আয়॥
আজি বড় শুভ যামিনী, ঘুমের ঘোরে অচেতন কাল ননদিনী।
চলোগো সখি তাদগা করি জাগলে যাওয়া হবে দায়॥
বাঁশি নয় গো প্রেমের ফাঁসি, শুনে বাঁশির ধ্বনি হই উদাসী।
দ্বিজ লাল মোহন কয় এই অভিলাষী বিদা নিশি শুনতে চায়॥
****

শ্যামের মোহন মুরলী ঐ শুন ললিতে গো নিকুঞ্জ কাননে।
বাঁশিয়ে রাধা বলে যাকে ঘনে ঘনে॥
ললিতেগো, অভিসারের সময় গেল, নিত্য ধনী চল চল,
বিলম্ব আর সহে না পরানে।
কাজ নাই আমার বেশ ভূষণে মন গেল শ্যাম দরশনে,
আমার মনে লয় উড়িয়া যাইতাম বনে॥
ললিতেগো, সুচিত্রায় আছরাইন কেশ, চম্পক লতায় ধরাইন বেশ,
তুঙ্গ বিদ্যায় চন্দন দেইন চরণে।
ললিতায় কয় ভাল ভাল, আর কিছু বাকী রইল,
আলতা বিনে শুভে না চরনে॥
ললিতেগো, শ্যাম নাগরের মন ভুলাইতে, রাইকে সাজাও ভালমতে,
সখিগণ আনন্দিত মনে।
এ দ্বীনের এই আকিঞ্চন, হেরিতে যুগল মিলন,
আমি দাসী হইয়া যাব রাইয়ার সনে॥

****

শ্যাম তোমারে করি মানা মোহন বাঁশি বাজাইও না।
মোহন বাঁশি বাজাইও না, মোহন বাঁশি বাজাইও না, মোহন বাঁশি বাজাইও না॥
বন্ধুরে, সন্ধ্যাকালে বাজাও বাঁশি, মন প্রাণ হয় উদাসী,
আমার শ্যাম কালিয়া সোনা।
তুমি পুরুষ কুলে জন্ম নিয়ে নারীর বেদন তায় জাননা॥
বন্ধুরে, রাত্র দুপুর নিশাকালে, বাজাও বাঁশি রাধা বলে,
ঘুমের ঘোরে পাইরে যাতনা।
আমি ঘুমের ঘোরে জেগে উঠি কান্দি ভিজাই ফুল বিছানা॥
বন্ধুরে, ভাইবে রাধা রমন বলে, কান্দিও না রাই নিশাকালে,
ধৈর্য্য ধরে বসে থাক না।
আসবে তোমার প্রাণ বন্ধু পুরাবে মনের বাসনা॥

****

কেন গেলাম জলে সই গো কেন গেলাম জলে।
নাম জানেনা চিকন কালা জ্বালাই পুড়াই মারে॥
রঙ দিলাম রূপ দিলাম দিলাম মুখের হাসি।
কে কনগো চিকন কালায় কাইড়া নিল বাঁশি॥
কাল নাগে ছুব মাইরাছে বিষ উঠেছে মাথে।
এমন দরদী নাইগো ঝাইড়া বিষ নামাইতে॥
ভাইবে রাধারমন বলে ভাবিয়া মনেতে।
কলঙ্ক ডরাইয়া আমায় ছাইড়া গেল বন্ধে॥

****

জলের ঘাটে দেখিয়া আইলাম কী সুন্দর শ্যামরায়।
শ্যামরায় ভ্রমরায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধু খায়॥
নিত্যি নিত্যি ফুলবাগানে ভ্রমর এসে মধু খায়।
আয়গো ললিতা সখি আবার দেখি শ্যামরায়॥
মুখে হাসি হাতে বাঁশি বাঁশি বাজায় শ্যামরায়।
চাঁদ বদনে বাজায় বাঁশি মধুর মধুর শোনা যায়॥
ভাইবে রাধা রমন বলে পাইলাম নারে হায়রে হায়।
পাইতাম যদি শ্যাম রসময় রাখতাম হৃদয় পিঞ্জিরায়॥

****

জল ধারা দেও মাথে গো রাইয়ের জল ধারা দেও মাথে।
জলের লাগি শ্রীরাধিকার ধরছে মাথার বিষে॥
কি আচানক কালিয়ার পিরীত জ্বইলা জ্বইলা উঠে।
জল ঢালিয়া জলে গেলাম বন্ধু পাইবার আশে॥
বট বৃক্ষের তলে গেলাম ছায়া পাইবার আশে।
পত্র ঝড়ি রুদ্র লাগে আপন কর্ম দোষে॥
নদীর ঘাটে গেলাম আমি পার হইবার আশে।
নৌকা আছে মাঝি নাইগো খাইছে লঙ্কার বাঘে॥
ভাইবে রাধা রমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
কুল গেল কলঙ্ক রইল জগত জুড়িয়া॥

****

আজতো জলে যাইতে সখি গো কেমন লজ্জা লজ্জা করে।
না গেলে তো সারে না জল নাই মোর ঘরে॥
গতকল্য জলের জন্য গো সখি গিয়াছিলাম জলে।
নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশি আঁখি ঠারে মোরে॥
না চাইলাম না চাইলাম সখি গো আমি না চাইলাম আর ফিরে।
প্রেয়সি প্রেয়সি বলে ধরিল আমারে॥
ভাবিয়া প্রতাপে বলে গো সখি কলঙ্ক জগতে।
জলের ঘাটে জিতে মরা আমারে করিলে॥

****

সখি জলে যাইও না, যাইওনাগো যাইওনা।
শ্যামচান্দেরে মনের কথা কইও না গো কইও না॥
সখি যদি জলে যাও, সাবধানে ফালাইও পাও।
ঘোমটা খুলি পান্থ পানে চাইও নাগো চাইও না॥
কদম ডালে বসে কালা, বিনা সুতায় গাঁথ মালা।
যাচিলে সে ফুলের মালা লইও নাগো লইও না॥
কালা আমার চঞ্চল মতি, সে করেগো বিপরীতি।
যাচিলেগো পানের খিলি খাইও নাগো খাইও না॥
ভাইবে রাধা রমন বলে, যাও যদি গো জলের ছলে।
শ্যাম পিরীতের গোপন কথা কইও নাগো কইও না॥

****

জলে যাইও নাগো রাই।
আইজ কালিয়ার জলে যাওয়ার জাতের বিচার নাই॥
ভঙ্গি করি দাড়াই আছইন বিনোদ কানাই।
যৌবত নারী দেখলে পরে আড় নয়নে চাইন॥
মায়ের পিন্ধন লাল নীলো ভইনের পিন্ধন শাড়ি।
শ্রীমতি রাধিকার পিন্ধন কৃষ্ণ নীলাম্বরী॥
ভাইবে রাধারমন বলে শুনগো ধনি রাই।
কালার লাগি অইছন পাগল কমলিনী রাই॥

****

জলে যাও সখিগন যাও যমুনায় আমরা যাব না।
আমি যাব কলসীর সনে ফিরে আসব না॥
জলে গেলে এমন করবো বন্ধের গায়ে জল ছিটাবো।
উল্টা পেচে ঘোমটা দিব মুখ দেখাবো না॥
জলে গেলে এমন করবো বন্ধের সনে জল খেলিব।
সাতারে সাতার কাটিবো চুল ভিজাবো না॥
কদম তলে বসে কালা বাঁশি বাজায় দুপুর বেলা।
নয়ন ঠারে নটবর আসতে দিব না॥
****

আমি ধৈর্য না ধরিতে, পারিনা ললিতে, অনুরাগে তনু ঝরে।
এগো কৃষ্ণ পিপাসায়, প্রাণ আমার যায় যায়, ধরগো তোমারা সকলে॥
তোমরা যত সখীগণ, ঘস গো চন্দন, লেপ গো আমারই অঙ্গে।
এগো প্রাণ বন্ধুর নামটি, অঙ্গেতে লিখিও, মরিলে যে ধন যায় সঙ্গে॥
দেহ না পুড়িও, দেহ না গাড়িও, দেহ না ভাসাইও জলে।
আমারই দেহ, বান্ধিয়া রাখিও, তমাল তরুর ডালে॥
যদি কোন ছলে, ঐ তরুমূলে, আসেগো চিকন কালা।
ঘৃত গন্ধ পাইয়া, আসিব ফিরিয়া, ঘুচিব বিরহ জ্বালা॥
কহে চণ্ডীদাসে, তখনই জানিবে, পিরীতি কেমন জ্বালা।
পিরীতি করিয়া, যে যায়গো মরিয়া, সফল জীবন তার॥
****

প্রাণ বন্ধু কই গো বল গো আমারে।
আমি কৃষ্ণ সেবার দেহ দিতাম কারে গো॥
যখন ফুলে মধু ছিল, কত ভ্রমর আইর গেল গো।
ফুলের মধু খাইয়া ভ্রমর যায় উড়িয়া গো॥
মনে লয় যোগিনী হইতাম, কর্ণেতে কুণ্ডল পরিতাম গো।
আমি যোগী হইয়া হইতাম দেশান্তরী গো॥
শুনগো চম্পকা দিদি, পাইয়াছিলাম গুণনিধিগো।
আমার কর্মদোষে বিধি হইল বাদীগো॥
রসিক চান্দের প্রেম কান্দে, লাঞ্চনা ঘটাইল বন্দে গো।
বন্ধে দুঃখ দিয়া না মারল পরানে গো॥
****

কারে দেখাবো মনের দুঃখ গো হৃদয় চিরিয়া।
সোনার অঙ্গ হইল মলিন ভাবিয়া চিন্তিয়া গো॥
পুরুষ ভ্রমর জাতি বড়ই নিদয়া।
জানেনা সে নারীর বেদন কঠিন তার হিয়া গো॥
সাধে সাধে আপন দেহ দিলাম গো সপিয়া।
লোকের কাছে কইনা লাজে থাকি দুঃখ সইয়া গো॥
ভাইবে রাধারমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
প্রেম করিয়া ছাড়িয়া গেল কুলটা বানাইয়া গো॥

****

আমার চিত্ত যায় ঝরিয়া গো, গেল রাধায় কি স্বপন দেখাইয়া।
আমার প্রাণ কান্দে রাই রাই বলিয়া॥
নিশির শেষে নিদ্রাবেশে, রাধা আমার কাছে আসে।
রাধায় কয়গো কথা হাসিয়া হাসিয়া॥
দীনহীন কয় রাধা রমন, কাল নিশিতে দেখেছি স্বপন।
আমার স্বপ্নমূর্তি কে নিল হরিয়া॥

****

আমি কৃষ্ণ কোথায় পাই গো, বলগো সখি কোন দেশেতে যাই।
আমি কৃষ্ণ প্রেমের কাঙ্গালিনী নগরে বেড়াইগো॥
বিচিত্র পালঙ্কের মাঝে শুইয়া নিদ্রা যাই।
শুইলে স্বপন দেখি আমি শ্যাম লইয়া বেড়াইগো॥
আপন জানি প্রাণ বন্ধুরে হৃদয়ে দিলাম ঠাই।
ছিল আশা দিল দাগা আর প্রেমের কাজ নাইগো॥
ভাইবে রাধারমন বলে শুনগো ধনি রাই।
পাইলে বন্ধু ধরব গলে ছাড়াছাড়ি নাই গো॥

****

আইজ আমার গো স্বপ্ন হইল রাইতে, লোকের জ্বালায় সময় পাইনা কইতে।
লোকের জ্বালায় সময় পাইনা কইতে, লোকের জ্বালায় সময় পাইনা কইতে, লোকের জ্বালায় সময় পাইনা কইতে॥
সখিগো, আমি তো অবলা নারী, পরার ঘরে বসত করি,
সময় মত না পারি বাহির হইতে।
দুটি আঁখির জলে বুক ভেসে যায় বালিশ নিল সুতে॥
সখিগো, আজি রাত্রি নিশাকালে, স্বপনে দেখিয়াছি তারে,
কেশে ধরি জাগায় প্রাণনাথে।
আমার মান কুলমান সব ত্যজিলাম ঐ কালার পিরীতে॥
সখিগো, স্বামী আমার আয়ান ঘোষ, বিনা দোষে দেয়গো দোষ,
প্রেমজ্বালা না পারি খণ্ডাইতে।
ভাইবে হিন্নমনি কয় ছাড় আশা, কাজ নাই আমার ঐ পিরীতে॥

****

দুঃখ বুঝি রইল আমার মনে গো জীবন ভরা।
ভালমন্দ তার পছন্দ প্রাণটি করল সারা গো॥
সে জানি কার পুঞ্জে রইল, কার বা আশা পুরাইল।
তোমরা সবে পাইলায় কৃষ্ণ আমি কৃষ্ণ হারাগো॥
বন্ধু যদি আমার হইত, আমারে তার সঙ্গে নিত।
আমি একজন কর্মপোড়া, হইয়াছি জীতে মরাগো॥
ভাইবে রাধা রমন বলে, প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে।
জীতে না পুরিল আশা, মইলেনি পুরিবেগো॥

****

আইজ কেন গো প্রাণ সজনী জ্বালা সইতে পারি না।
কি অনল জ্বালাইয়া গেল, আমার শ্যাম কালিয়া সোনা॥
ফুলের আসন ফুলের বসনগো সখি ফুলের বিছানা।
শ্যাম বিনা শুইতে গেলে কন্টকে হয় বেদনা॥
শুইলে স্বপন দেখিগো সখি শ্যাম আছইন ধারে।
জাগলে পরে পাইনা তারে কি হইল কি হইল ঘরে॥
ভাইবে রাধারমন বলে গো সখি মনেতে ভাবিয়া।
পর কি আপন হয় পিরীতের লাগিয়া॥

****

আমার গলার হার খোলে নেয়, ওগো ললিতে।
আমার হার বলিতে কি বল আছে বন্ধু নাই মোর কুঞ্জেতে॥
হারের কিবা শোভা আছে, যার শোভা তার সঙ্গে গেছে গো।
এগো কৃষ্ণ নামের হার গাথিয়া দেওগো আমার গলেতে॥
সুচিত্রায় নেও হাতের বালা, চন্দ্রায় নেও গলার মালাগো।
এগো বিশাখায় নেও কানের পাশা আশা নাই আর বাঁচিতে॥
ভাইবে রাধা রমন বলে, প্রেমানলে অঙ্গ জলেগো।
এগো কৃষ্ণ নামের পুড়া দেহ ভাসাই দেওনি জলেতে॥
****

প্রাণ সখিরে আর কতদিন থাকবো তার আশায়।
আমার আশায় আশায় দেহ সাঙ্গ জীবন রাখা হইল দায়॥
সখিরে, ছিল আমার সোনার দেহ, প্রেমানলে পুড়িয়ে কেহ,
সে বিরহ আছে অন্তরায়।
যেমন অগ্নি মধ্যে ঘৃত দিলে, দ্বিগুণ হইয়া উঠে জ্বলে,
তেমনি ভাবে হৃদকমলে জ্বলছে সর্বদায়॥
সখিরে, আইজ আসব কাল আসব বলে, গাথিলাম মালা বনফুলে,
প্রভাত কালে ভাসাই যমুনায়।
মনে বড় ছিল আশা, আইলনাগো চিত্ত সখা,
কোন বিধি করল নিরাশা এ জনমের দায়॥
সখিরে, মনে লয় কাটারী দিয়া, দেখতাম কপাল বিদরিয়া,
কি লেখা লেখিয়াছে বিধাতায়।
কালার প্রেমে এমনি ধারা, তার প্রেমে মজিস না তোরা,
পঞ্চানন কয় হবে সারা প্রাণে বাঁচা হবে দায়॥
****

আমি কার লাগি সাজাইলাম বিছানা বিশাখা গো, সখা আমার কুঞ্জে আইল না।
সখা আমার কুঞ্জে আইল না ললিতেগো, সখা আমার কুঞ্জে আইল না॥
আতর গোলাপ চুয়া চন্দন, ঐসব দেখলে উঠে ক্রন্দন।
আমার বিলাস কুঞ্জের এত বিড়ম্বনা॥
ফুলের মালা হইল বাসি, আইল না গো কালো শশী।
বাসি মালা ভাসাও নিয়া যমুনায়॥
রূপচরণ কয় ও বিশাখা, আমার বন্ধুকে আনিয়া দেখা।
আমার বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না॥
****

বন্ধু আইলায় নারে হায়, এমন সুখের নিশি প্রভাত হইয়া যায়।
প্রভাত হইয়া যায়রে বন্ধু প্রভাত হইয়া যায়॥
ফুটিয়াছে ফুল চাম্পা বকুলরে ও ফুল বাসি হইয়া যায়।
আমি বিনা সূতে মালা গাথি দিতাম কার গলায়॥
তোর পিরীতে এমনি ধারারে বন্ধু জ্বর উইঠাছে গায়।
ধানটা দিলে খইটা ফুটে একি বিষম দায়॥
ভাইবে রাধা রমন বলেরে বন্ধু পিরিত বিষম দায়।
পিরিত কইরা যে জন মরে সফল জীবন তায়॥

****

বন্ধু রসের কদম ফুলরে বন্ধু রসর কদম ফুল।
তোমারে না দেখলে আমার চিত্ত ব্যাকুল॥
রাত্রে আইও রাত্রে যাইওরে বন্ধু দিনে করি মানা।
দিনে আসলে পাড়ার লোকে ভালতো বাসবে না॥
কদম ডালে থাক বন্ধুরে বন্ধু ভাঙ্গ কদম আগা।
শিশুকালে প্রেম শিখাইয়া যৌবন কালে দাগা॥
ভাইবে রাধা রমন বলে রে বন্ধু মনেতে ভাবিয়া।
কুল গেল কলঙ্ক রইল জগৎ ভরিয়া॥

****

মনের আগুন জ্বলছে দ্বিগুন জ্বলে পুড়ে হলেম ছাই,
মনের আগুন কই গিয়া নিভাই॥
আমার হৃদ মাঝারে লাগছে আগুন গো আমি জ্বলে পুড়ে হলেম ছাই॥
সখিগো, ব্রজপুরের ঘরে ঘরে বেড়াইতে যাই।
কানু কলংকিনী নামটি আমার লোকের মুখে শুনতে পাই॥
সখিগো, বন্ধু যদি থাকে সুখে আমি মইলে ক্ষতি নাই।
সূর্যমনি বলে প্রাণ গেলে বিলাস কুঞ্জে পাই যেন ঠাই॥

****

কান্দিও নাগো রাই অবলা শ্যাম আসিবে সন্ধ্যাবেলা।
শ্যাম আসিবে সন্ধ্যাবেলা, শ্যাম আসিবে সন্ধ্যাবেলা, শ্যাম আসিবে সন্ধ্যাবেলা॥
সখিগো, একেতো শ্যাম চিকন কালা, গলে শোভে বনমালা,
মাথার চূড়া বামেতে হেলে।
শ্যামকে দেখার ইচ্ছা থাকে যাওগো রাই কদমতলা॥
রাধেগো, লং এলাচি জায়ফল দিয়া, সোনার বাটায় পান সাজাইয়া,
রাইখ পান যতন করিয়া।
শ্যাম আসবে পরে খাইতে দিও খুইলে রাখিও গলার মালা॥
****

রাধা বিনে প্রাণ বাঁচেনা কেমনে পাশরা যায়,
যারে উদ্ভব ব্রজের সংবাদ জেনে আয়।
ব্রজের সংবাদ জেনে আয়রে উদ্ভব ব্রজের সংবাদ জেনে আয়॥
কংস যজ্ঞ নিমন্ত্রণে আসিলাম একদিনের জন্যে।
আমি কুজার সনে প্রেম করিয়া ঠেকিয়াছিরে বিষম দায়॥
অক্রুর সরে মধুপুরে, আসিয়াছি ব্রজ ছেড়ে।
আমি আপন হাতে দস্তখত লিখিয়াছিরে রাঙ্গা পায়॥
রাধা আমার প্রেমের গুরু, মনোবাঞ্ছা কল্পতরু।
আমি মুইলে স্বপনে হেরি, জাগিয়া না পাইলাম তায়॥
****

সখি মধুপুরে গিয়া,
কইও শ্যামকে চোখের দেখা যায় যেনর দেখিয়া।
দয়াময় নাম পাশরিল দুর্দিন জানিয়া॥
সখিগো, বন্ধের বাক্য লক্ষ টাকা বিশ্বাস করিয়া।
এখন বন্ধে ছাড়িয়া গেল কি দোষ পাইয়া॥
সখিগো, পুরুষ ভ্রমর জাতি দেখনা ভাবিয়া।
মাইয়া কেবল দোষের দোষী পুরুষের লাগিয়া॥
সখিগো ভাইবে রাধারমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
কুল গেল কলংক রইল জগত ভরিয়া॥
****

নিকুঞ্জ কাননেতে আইল না গো ললিতে।
আশার আশে বসিয়া রইলাম না আসিল কুঞ্জেতে॥
ললিতে গো, অলুর অন্ধকার রাত্রী, জ্বালাইয়া মোমের বাতি,
আসবে বন্ধু নিশী অবসানে।
আমার বন্ধুর ঐ বাসনা অবলারে কান্দাইতে॥
ললিতেগো, নানা জাতি পুষ্প তুলি, বিনা সূতে মালা গাথি,
রাখবো মালা প্রাণ বন্দুর জন্যেতে।
আইলনা গো চিকন কালা ভাসাও নিয়া জলেতে॥
ভাইবে রাধারমন বলে, শুনগো সুবদনী,
দয়ানি করিবা প্রাণনাথে।
আমারেনি দিব বন্ধে যুগল চরণ হেরিতে॥

****

সইরে আমার কুঞ্জলাল না আসিল, সুখের রজনী সই পুসাইল।
এগো আইল না গো প্রাণ বন্ধু কার কুঞ্জেতে রহিলা॥
তোরা দেখগো বাহির হই, নিশী কেমন আছে সই,
পন্থপানে চাইয়া আমি চাতকিনী হই।
আমি কি দিয়ে প্রাণ করিব শান্ত, আমার সেই জ্বালা প্রবল হই॥
আমরা সখি সকলে, বসিয়া নিরলে,
গাথিয়াছি চিকন মালা নানা জাতি ফুলে।
আইলনাগো প্রাণ বন্ধু সেই মালা বাসি হইল॥
নিশী বড় নাইগো আর, ঐ শুন ভ্রমরার ঝংকার,
জ্বলতে আছে প্রেমানলে হৃদয় আমার।
অধীন রাসমনি কয় বন্ধে কি করিতে কি করিল॥

****

প্রাণবন্ধু কালিয়া, আইল না শ্যাম কি দোষ জানিয়া।
বড় লজ্জা পাইলাম আমি নিকুঞ্জ সাজাইয়া॥
মনে বড় আশা করি, আসবে বলে বংশীধারী।
চুয়া চুন্দন রাখিলাম কটরায় ভরিয়া॥
শুনগো ললিতা সখি, ঐ পিরিতের কয়দিন বাকী।
আমার বন্ধু কোথায় রইল আমায় পাশরিয়া॥
গাথিয়া মালতির মালা, মালা হইল দ্বিগুণ জ্বালা।
সেই মালা দেও নিয়া জলেতে ভাসাইয়া॥

****

বন্ধু বিনোদ রায়, দুঃখিনী জানিয়া বন্ধু দেখা দেও আমায়।
দেখা দেও আমায়রে বন্ধু দেখা দেও আমায়॥
পত্র ছাড়া তমাল বৃক্ষরে বন্ধু জল ছাড়া মীন।
কৃষ্ণ ছাড়া শ্রীরাধিকা বাঁচব কত দিন॥
কদম গাছে থাক বন্ধুরে বন্ধু কদমের ভাঙ্গ আগা।
শিশুকালে প্রেম করিয়া যৌবনকালে দাগা॥
ভাবিয়া মঙ্গলায় বলেরে বন্ধু হায় মরি হায়।
এই শোকেতে বিরহিনীর জনম গইয়া যায়॥

****

আমার মরণকালে দেখলায় না আসিয়ারে প্রাণ বন্ধুয়া।
এগো চির বিদায় দেও আমারে শিয়রে বসিয়ারে॥
চাইনারে শ্যাম ভালবাসা, ছাড়িয়াছি জীবনের আশা।
চাইনা আমি আর থাকিতে লোকের নিন্দা সইয়ারে॥
যখন পুড়া সাঙ্গ হবে, চিতা ভস্ম হাতে নিবে।
এগো যমুনাতে ডিনজ হাতে দিওরে ভাসাইয়া॥
ভাইবে মোহন লালে বলে, প্রেম করা কয় জনে জানে।
পিরীত করিয়া ছাড়িয়া গেল বুকে শেল দিয়া॥

****

চল কুঞ্জে যাইগো সখি চল কুঞ্জে যাই।
কুঞ্জে গেলে পাইবায় তোমার ঠাকুর কানাই॥
শুনরে কদম্ব তরু শুনরে কানাই।
তোমরানি দেখিছো আমার ঠাকুর কানাই॥
মনে করি সূর্য্যের ত্যজে জ্বলিয়া কিবা মরি।
তোমরানি দেখিছ আমার ঠাকুর গুণমনি॥
ভাইবে রাধা রমন বলে শুনগো ধনি রাই।
গীতা মাধুরী আমার ঠাকুর কানাই॥

****

আসবে শ্যাম কালিয়া, কুঞ্জ সাজাও গিয়া।
মনরঙ্গে সাজাও কুঞ্জ সব সখি মিলিয়া॥
টগর জ্যোতি সন্ধ্যামালী আনগো তুলিয়া।
বন্ধু আইলে দিও মালা গলেতে পরাইয়া॥
আতর গোলাপ চুয়া চন্দন কটরায় ভরিয়া।
বন্ধু আইলে দিও চন্দন ছিটাইয়া ছিটাইয়া॥
ভাইবে রাধারমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
নিশাকালে আসবে বন্ধু বাঁশরি বাজাইয়া॥

****

যাওগো দূতি বৃন্দাবনে পুষ্প আন গিয়া।
সাজাইব বাসর শয্যা প্রাণবন্ধুর লাগিয়া॥
কাইচ কাঞ্চন পুষ্প আনগো তুলিয়া।
সজ্জামালী পাঞ্জা টগর বকফুল আন মিশাইয়া॥
বিকশিত ফুলের মধু রইল বাসি হইয়া।
কোন ফুলে রইল ভ্রমর আমায় পাসরিয়া॥
বিনোদ বাসরে ধনি থাক মধু লইয়া।
আইবা তোমার প্রাণ বন্ধু পিপাসিত হইয়া॥

****

আইজ কি আনন্দে কুঞ্জ সাজায় গোপীরায়।
কিবা শুভা মনলোভা নয়ন জুড়ায়॥
যাতি যূতি লং মালতি, রঙ্গন গোকূল আর কেতকি,
মালা গাথে মধু মালতী দিয়া।
পারিজাত গন্ধরাজ, কাঞ্চন কলিকা আর,
কত নাম জানিনা ফুলের মালায়॥
ফুলময় সিহাসন, হেরিলে সে রবে মন,
গন্ধে আমোদিত রাধার গোপীনী সবাই।
ফুলের আসন ফুলের সবন, ফুলের রত্ন সিংহাসন,
ফুলের মশারী ফুল শয্যায়॥
কুঞ্জের যত পিয়ারী ছিল, প্রেমেতে মন উথলিল,
না আসিল মোর প্রাণনাথ।
বলে কাঙ্গাল রঘুনাথ, না আসিল প্রাণনাথ,
পন্থপানে চাইয়া থাকি ঐ কিবা আয়॥

****

করলো বয়ান ধনি, করলো বয়ানগো।
হৃদয়েতে শ্যাম রূপ করয়ে ধ্যায়ানগো॥
কুঞ্জলতা সখি চলে ফুলের সাজি মাথে গো।
আগে ফুল ছিটাইয়া ছিটাইয়া মনোরঙ্গেগো॥
বাম হাতে বাম আঙ্গুলী বামনা দিয়া তায়গো।
চলিলা শ্রীমতি রাধে শ্রীহরি স্মরিয়াগো॥
কেহ লইলা চুয়া চন্দন কেহ লইলা মালাগো।
আরো কত সখি যাইন ফুল ছিটাইয়াগো॥
ডালে বসে শুক সারী কুঞ্জলী গান গাইনগো।
কুঞ্জ বনে প্রবেশে রাই হরি ধ্বনি দিয়াগো॥
****

শুনগো শুনগো তোরা ফুল তুলগো সখিরা।
নিকুঞ্জে করিতাম সাজ প্রাণবন্ধুর লাগিয়া॥
কেওলা কেতকী ফুল আনগো তুলিয়া।
সজ্জামালী পাঞ্জামালী বকফুল আন তুলিয়া॥
কাইচ কাঞ্চন পুষ্প আনগো তুলিয়া।
পন্থ হারা হইয়া বন্ধু কোন পন্থে রইল॥
ভাইবে রাধা রমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
আইবা তোমার প্রাণ বন্ধু পিপাসিত হইয়া॥
****

আইসবো শ্যাম কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া।
মন সাধে সাজাও কুঞ্জ সব সখিগন লইয়া॥
আসক বাসক পুষ্প আনগো তুলিয়া।
বন্ধু আইলে দিও পুষ্প ছিটাইয়া ছিটাইয়া॥
আতর গোলাপ চুয়া চন্দন কটরায় ভরিয়া।
বন্ধু আইলে দিও চন্দন ছিটাইয়া ছিটাইয়া॥
ভাইবে রাধা রমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
নিশাকালে আইসব বন্ধু বাশরী বাজাইয়া॥
****

বন্ধু বিনোদ শ্যামরায়, কাতরে ডাকিরে বন্ধু একবার কাছে আয়॥
তোমার আমার হইল দেখারে বন্ধু গিয়া যমুনায়।
সেই অবধি আমার প্রাণ হরিয়া নিলায়॥
চাতক রইল মেঘের আশায়রে বন্ধু মেঘ না পড়ে গায়।
মেঘ বিনে চাতকী রাইয়ের কি হবে উপায়॥
কলঙ্কিনী হইল বন্ধুরে বন্ধু গোকূল নগরে।
কলঙ্কিনী হইলাম মাত্র পাইলাম তোমারে॥
ভাইবে রাধা রমন বলেরে বন্ধু হায় মরি কি হায়।
অন্তিম কালে রাধার নাথ একবার দেখা পাই॥

****

সুখের নিশী প্রভাত হইয়া যায় গো, আইলো না মোর বন্ধু শ্যামরায়।
আমি মইলাম মইলাম বিচ্ছেদের জ্বালায়গো॥
গাথিয়াছিগো ফুলের মালা, আসবে বলে চিকন কালা।
আমি সেই মালা দিতাম কার গলায়॥
যতনে বান্ধিয়াছি বেণী, আসবে বলে গুণমনি।
আমার সেই বেণী ভূজঙ্গের প্রায়॥
কোকিলায় পঞ্চম গায়, রজনী পোষাইয়া যায়।
অধীন জয়রাম বলে বসে আছি সেবার আশায়॥

****

বাসর শয্যা কেন বা সাজাইলাম গো, আদরের বন্ধু না আসিল॥
গাথিয়াছি ফুলের মালা, মালা হইল দ্বিগুণ জ্বালা।
আমি সেই মালা দিতাম কার গলায়॥
আমি কি করিগো বল, ফুলের মালা বাসি হইল।
আমার মনের দুঃখ মনেতে রহিল॥
দারুণ বন্ধুয়ার জন্যে, নিদ্রা নাইগো দুই নয়নে।
আমার সর্ব অঙ্গ কাল বিষে ছাইল॥
ভাইবে রাধা রমন বলে, প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে।
আমার শ্যাম রসময় কার বাসরে রইল॥

****

ললিতে গো কৃষ্ণ বিনে প্রাণ আর বাঁচে না।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ বাঁচে না, বন্ধু কেন আইল না॥
গাথিয়া মালতির মালা, আইল না গো চিকন কালা।
আইল না মোর হরি, একা মাত্র ঝুরি, আমি পন্থ পানে হেরি॥
সুসংবাদ দিয়া পানে, আইসবেনি শ্যাম কুঞ্জ বনে।
আমি কুঞ্জ করি সাজ বড় পাইলাম লাজ, কথায় রইল রসরাজ॥
গোসাই গোলক চান্দে বলে, প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে।
গোসাই গোরাচান্দে বলে, সেতো আছে মহানন্দে, আমায় রাখছে নিরানন্দে॥

****

বলনা বলনা সখি বলনা আমায়গো।
নিশী গত প্রাণনাথ রইল কোথায়গো॥
কন্ঠগত হইল প্রাণ মদন জ্বালায়গো।
এমন সময় শ্যাম রসময় রইল কোথায়গো॥
সাজাইয়াছি ফুল বিছানা আসিবার আশায়গো।
সেই আশা মোর নৈরাশা বাবে বুঝা যায়গো॥
ভাইবে রাধা রমন বলে ধরিয়া আন চাইগো।
মদন কিশোরে বলে রাধার তউনি জ্বালা যায়গো॥

****

বন্ধু আয়রে আয় মন চন্দন তুলসী দেব তুই বন্ধুয়ার পায়।
পুসকুন্ডির চারি পারেরে বন্ধু চাম্পা নাগেশ্বর।
ডাল ভাঙ্গিয়া পুষ্প তুলে বিদেশী নাগর॥
আম ধরে ঝোটা ঝোটারে বন্ধু তেতুল ধরে বেকা।
দেশের বন্ধু বিদেশ গেলে আর নি হবে দেখা॥
বাড়ীর শুভা গুয়া নারিকেল ঘরের শুভা বেড়া।
নারীর শুভা শঙ্খ সিন্দুর দরিয়ার শুভা ডিঙ্গা॥
আন্দুয়া পুসকুন্ডির পারে পড়িয়া রইছে কাই।
যে নারীর পুরুষ নাই তার রূপে পড়ে ছাই॥

****

সুবদনী রাইগো, আমারে বন্ধুয়ার মনে নাই।
বন্ধুয়ার মনে নাইগো, আমার বন্ধুয়ার মনে নাই॥
প্রথম পিরীতের কালে, রাত্র নিশায় আইল গেল।
এখন আমার নতুন যৌবন কার অঙ্গে মিশাই॥
চুয়া চন্দন ঘসি, রাখিয়াছি যত্ন করি।
দেখলে চন্দন উঠে ক্রন্দন কার অঙ্গে ছিটাই॥
গাথিয়াছিগো ফুলের মালা, মালা হইল দ্বিগুণ জ্বালা।
দেখলে মালা উঠে জ্বালা কার গলে পরাই॥
ভাইবে রাধা রমন বলে, শুনগো সখি সকলে।
পাইলে বন্ধু ধরিও গলে ছাড়াছাড়ি নাই॥

****

প্রাণ সই বৃন্দে, প্রাণনাথ মোর কই রইলগো।
কই রইল কই রইল বন্ধু কই রইল॥
গাথিয়া মালতির মালা বন্ধের গলে দিলাম না।
পন্থে পাইয়া চন্দ্রাবলী নিল কৃষ্ণ দিল না॥
কর্ণ পাতিয়া শুন সজনী করিয়া নিশানা।
কার কুঞ্জেতে শুনা যায় মুরলীর বাজনা॥
আশায় আশায় বসিয়া রইলাম আশা না পুরিল।
নয়নে নয়ন নিল পরানে পরান॥
আমার পঞ্চ নিল বন্ধে বন্ধের পঞ্চ দিলনা।
রাসবিহারী বলে বন্ধে যুগল চরণ দিলনা॥

****

আইলনা আইলনা কুঞ্জে নাগর গুণমনিগো, কুঞ্জে আইল না॥
গোলাপ গন্ধরাজ পুষ্পে, বাসর সাজাইলাম রঙ্গে।
সেই বাসর বাসি হইয়া যায়॥
লং এলাচি বাটায় ভরি, রাখিয়াছি যত্ন করি।
সেই খিল্লি বাসি হইয়া যায়॥
প্রাণ বন্ধের বিলম্ব দেখি, মন হইয়াছে চাতক পাখি।
রাইর খেদে রামচন্দ্রে গায়গো॥

****

আমি বুঝলাম নারে নিষ্টুর কালিয়া তোর পিরীতি॥
প্রথম পিরীতির কালে আইলায় নিতি নিতি।
যাইবার কালে গেলায় তুমি দুইপ্রহরী ডাকাতী॥
কার পিরীতি ঘরে বারে কার পিরীতি যুতি।
কে পাটাইলো সোনা রূপা কে পাটাইলো দূতী॥
ভাইবে রাধা রমন বলে শুনগো প্রাণ সখী।
গোকূল নগরের মাঝে কয়জন আছইন সতী॥

****

আরতো নিশি নাইগো সখি আরতো নিশি নাই।
কণ্ঠগত হইল প্রাণ বন্ধু কোথায় পাই॥
নিতি নিতি ফুলের মালা জলেতে ভাসাই।
আজ আইব কাল আইব বলে মনরে বুঝাই॥
জাতি যুতি ফুল মালতি মালারে বানাই।
আইল না মোর প্রাণনাথ কার গলে পরাই॥
কোকিল যায় না বকুল ডালে ভ্রমর যায় না ফুলে।
এমনি করে প্রাণনাথ পাশরিছে মোরে॥
আমার মনে যে বাসনা বন্ধুর মনে নাই।
কইও আমার বন্ধুর কাছে ঈশ্বরের দোহাই॥
আমি মরলে এই করিও নিও গৃহের বাহির।
তুলসীর তলে স্নান করাইও গঙ্গা যেন পাই॥

****

কৃষ্ণ কেন আইলনাগো প্রাণ ললিতে।
আমায় ছাড়ি প্রাণনাথ কোথায় রইয়াছো॥
সাধ করি কদম্ব রুইলাম চিরল চিরল পাত।
ফুল তুলিতে ডাল ভাঙ্গিল রইল মনের সাধ॥
কাইচ কাঞ্চন পুষ্প ফুটিয়া রইছে জবা।
শিমুল ফুলের কলি দেখি পাশরিলায় রাধা॥
যাইমুগো প্রাণ বন্ধের কাছে কইমু বিবরণ।
কত দিনে হইব রাধার কৃষ্ণ দরশন॥
ভাইবে রাধারমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চার যুগ ধরিয়া॥

****

দেখা যদি পাওরে ভ্রমর আমার বন্ধু যার।
বিনয় করি কইও খবর দুঃখিনী রাধার॥
কইও কইও ওরে ভ্রমর দুঃখ যত আর।
শ্রীকৃষ্ণ বিহনে রাধার জীবন আসার॥
শ্রীকৃষ্ণ বিহনে রাধার দেহটা আঙ্গার।
সাগরে পড়িয়াছে রাধা না জানে সাতার॥
শ্রীকৃষ্ণ বিহনে রাধার সব অন্ধকার।
আমি যদি মরি কলঙ্ক রবে তার॥
ভাবিয়া অরুণে বলে দুঃখ যত আর।
আসিবে সাধনার ধন বন্ধুয়া তোমার॥

****

কই গেলে পাইগো তারে কই গেলে পাই।
হায় বন্ধু হায় বন্ধু বলি রজনী পোষাই॥
নানা জাতি পুষ্প তুলি বাসর সাজাই।
বাসী হইল বাসর শয্যা আইল না কানাই॥
আতর গোলাপ চুয়া চন্দন কটরায় সাজাই।
দেখলে চন্দন উঠে ক্রন্দন কার অঙ্গে ছিটাই॥
লং এলাচি জায়ফল যত্রী খিলিরে বানাই।
আইল না মোর প্রাণ বন্ধু কার মুখে জুগাই॥
ভাইবে রাধা রমন বলে শুনগো ধনি রাই।
চন্দ্রার কুঞ্জে বংশীধারী রাধারে জানাই॥

****

প্রাণ সই, আইজ নিশীতে প্রাণ বন্ধুয়া রইল কই॥
আইবে বলে গিয়াছিল, এখন কেন না আসিল।
আমি বিনের মতো শুকনায় পড়িয়া রই॥
রোগী গেলা বৈদ্যের কাছে, সান্নিক পাতি জ্বর আসিয়াছে।
খাওয়াইলো জ্বরের পানি অনুমানে দিয়াছে দৈ॥
একুল গেল সেকুল গেল, গোকূলে কলঙ্ক রইল।
প্যারীচরণ দাসে বলে আমি যে তার সঙ্গী হই॥

****

নিরলে নি রইলায় পাশরিয়ারে নাগড় বিনোদিয়া।
তোমার শ্রীচরণে কত দাসী ব্রজ গোপীর মাইয়া॥
যে তোমার সঙ্গ করেরে বন্ধু কুলমান ত্যাজিয়া।
আমারেনি কান্দাইলায় বিচ্ছেদ জ্বালা দিয়া॥
দিয়াছ যাতনা প্রানে সহেনা যন্ত্রণা মনে।
কে তোমারে দয়াল বলে কঠিন তোমার হিয়া॥
****

বন্ধু শ্যাম বিনোদিয়া, ফুটিয়াছে কেতকীর কলি দেখ না আসিয়া॥
এক প্রহর রাত্র যাইতেরে বন্ধু চম্পা নাগেশ্বর।
লবঙ্গ মালতি ফুলে সাজাইলাম বাসর॥
দুই প্রহর রাত্র যাইতেরে বন্ধু আউলায় মাথার কেশ।
কুঞ্জে থাকি শ্রীরাধিকায় ধরইন নানান বেশ॥
তিন প্রহর রাত্র যাইতেরে বন্ধু মনে উচাটন।
দুই নয়নের জলে ভিজে বালিশ আর বসন॥
চারি প্রহর রাত্র যাইতেরে বন্ধু জালাই ঘৃতের বাতি।
তৈল চুষিল দশি জ্বলিল পুষাইল রজনী॥
পঞ্চ প্রহর রাত্র যাইতেরে বন্ধু কোকিল করে রাও।
রজকিনীর ঘরে তুমি কত নিদ্রা যাও॥
****

আইলায় নারে শ্যাম রসময় রসের বিনোদিয়া।
দুঃখিনী রাই বসিয়া রইলাম পন্থ পানে চাইয়া॥
গাছে ফল পাকিয়া রইল খাইলায় না আসিয়া।
কাকে নাহি খায় ফল ভ্রমরার লাগিয়া॥
রজনী কাটাইলাম বন্ধু হৃদ মন্দিরে বসিয়া।
আইতায় যদি প্রাণ বন্ধু কইতাম দুঃখের কথা॥
ভাইবে রাধা রমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
আইলায় না আইলায় না বন্ধু কি দোষ জানিয়া॥
****

আমার মরনকালে দেখা দেও আসিয়ারে প্রাণ বন্ধুয়া।
আমায় চির বিদায় দেও আসিয়া হৃদয় ভরিয়া॥
কাজ নাই আমার ভালবাসা, ছাড়িলাম জীবনের আশা।
আমি আর কত কাল থাকবো বসে লোকের নিন্দা সইয়া॥
যখন লীলা সাঙ্গ হবে, তখন নিকটে নিবে।
আমায় নিজ হাতে ভাসাই দিও যমুনার জলেরে॥
ভাবিয়া দুলালে বলে প্রেম কয় জনে করে।
প্রেম করিয়া ছাড়িয়া গেল গোকুলের কালিয়া॥

****

সেই দেন আমার কইগো, যেদিন আমার প্রথম দেখা।
নির্যাতিত হুতাশনে বসন্ত কি যায় গো ঢাকা॥
আহা মরি কি মাধুরী, ললিতা ত্রিভঙ্গ বাঁকা।
নির্জন কানন মাঝে সে ছিল আর আমি একা॥
বিচ্ছেদ অনল হইল কাল, গৃহে থাকা দায় হইল।
নারী জাতি অল্পমতি নারীর মন কি যায়গো রাখা॥
দিনান্তরে ওগো সখি পাই না প্রাণনাথের দেখা।
ভাইবে রাধারমন বলে ঐ ছিল কপালের লেখা॥

****

ললিতা বিশাখা শ্যামকে আনিয়া দেখা প্রাণ যায় বিচ্ছেদের জ্বালায়।
আমার মরণ কালে বন্ধু রইল কোথায় হায় হায় হায়॥
লবঙ্গ আর মালতী গন্ধরাজ আর কেতকী, চুয়া চন্দন রইল কটরায়।
ফুলের মালা হইল বাসী, আইল নাগো কালো শশী,
বন্ধু আইসবো বলে, বলে গেল আমায় হায় হায় হায়॥
তোমারা যত সখিগণ, বাসনা করগো পূরণ, আকিঞ্চন হেরিতে তাহায়।
ভাইবে রাধারমন বলে, চন্দ্রাবলী পাইয়া তারে,
রাখিয়াছে প্রেমের জেলখানায় হায় হায় হায়॥

****

ললিতে, কার লাগি আসিলাম আমি কুঞ্জেতে।
ঐনি রে তোর মনে ছিল অবলারে বধিতো॥
গাথিয়া ফুলের মালা, মালা হইল দ্বিগুন জ্বালা।
ধর নেওগো ফুলের মালা ভাসাও নিয়া জলেতো॥
আমি নারী অভাগিনী, কাউকে না কহিতে জানি।
আমারে কলংকি বানাইলো প্রাণনাথো॥
ভাইবে রাধা রমন বলে, শুনগো তোমরা সকলে।
বন্ধু নামে কমল শিকল ভাসাও নিয়া জলেতো॥

****

ও সজনী গো, সুখের যামিনী অবসান।
বনেতে আনিয়া মোরে এত অপমান॥
সখিরে, বিকশিত নানা ফুল, সৌরভে করলো আকূল,
তাহে আনলো পঞ্চবান।
পরানী সপিলাম যারে, সে যদি বঞ্চিত করে,
কেমনে রাখিব তাপিত প্রাণ॥
সখিরে, বিজাতি ভূজঙ্গ যত, চরণে বেড়িল কত,
তাহে করলু নুপুর সমান।
যেদিকে ফিরাইগো আখি, সেদিকে আধাঁর দেখি,
আখির জলে ভাসিল বয়ান॥
সখিরে, কালোগো গগণ কালো, নিশি কালো বন্ধু কালো,
আর কালো নবীন যৌবন।
কালাচাঁদের বিচ্ছেদ কালো, কেমনে কাটা কালো,
ঠাকুর গোপালে মইলে অবসান॥

কোকিল সংবাদ

তোমরা দেখিয়াছ শ্যামের মুখরে ও সারি সুক।
আমার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয় ফাটিয়া যায় বুক॥
বন্ধে আগে দিল ভালবাসা, পাছে কৈল নৈরাশা।
বন্ধে প্রেম করিয়া ছাড়িয়া গেল রইল বড় দুঃখ॥
দারুণ বিধি হইল বাদী, বিনা দোষে অপরাধী।
হায়রে বিধি কি লিখিলায় কপালের দুঃখ॥
ভাবিয়া রাধা রমন বলে, প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে।
তোমরা যদি আনিয়া দেখাও আমার শ্যামের মুখ॥

****

বিনয় করি ডাকি কোকিলরে কোকিল রাধার উকিল হইয়া।
শ্যাম বিচ্ছেদে রাই দুঃখিনী সংবাদ জানাইয়া॥
যেই পন্থে বন্ধুয়া গেছেরে কোকিল সেই পন্থে যাইও।
অবুদিনী বিরহিনী শ্যামকে পাইলে কইও॥
বৃন্দাবনে গিয়া কোকিলরে মুক্তা প্রণামিও।
বৃক্ষ ডালে ভর করিয়া রাধার গুণ গাইও॥
ভাইবে রাধারমন বলেরে কোকিল রাধার মন পাখি।
কোকিলায়নি আনতায় পার রাধার গুণমনি॥

****

কৃষ্ণ পদে নিবেদন, কইওরে ভ্রমর মলিন হইয়ছে রাধার রূপ যৌবন॥
কাক কালা কোকিল কালা কালা প্রাণের হরি।
খঞ্জনের চিত্ত কালা ধরাইতে না পারি॥
দক্ষিণ মলয়া ভাও গঙ্গা উনমতি।
নবীন কোকিলার স্বরে বাহির হইলা যৌবতী॥
ভাইবে রাধা রমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
তোমরানি দেখেছ আমার কৃষ্ণ কালিয়া॥

****

দূতি বলিছ মোর বন্ধুরে গো, কাল নিশীতে একলা কুঞ্জে রই॥
একলা কুঞ্জে রইগো দূতি দু'সর নাই মোর সাথে।
পিরীত করি ছাড়িয়া গেলা নিষ্ঠুর কালাচান্দে॥
নিশাদারী চৌকিদারী চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে।
নিরানন্দ হইল আজি শ্রীরাধার মন্দিরে॥
কেয়া কেতকী ফুলে বাসর করলাম সাজ।
আইলো না প্রাণবন্ধু পাইলাম বড় লাজ॥
শইলে স্বপনে দেখি বালিশ লইছি কোলে।
দারুণ তোলার বালিশ বুলাইলে ভোলে॥
ভাইবে রাধারমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
পূর্ব্বে তোমার বে ভাব ছিল পুরবে তোমার আশা॥

****

বৃন্দেগো, ওগো বৃন্দে শ্যাম দেখাও আনিয়া।
আমার মন প্রাণ আঁকি ঝুরে তাহার লাগিয়া॥
বৃন্দেগো, নারী জাতি অল্প মতি ভূলায় শ্যামের বাঁশী।
বসাইয়াছে চিন্তার বাজার দেখ হৃদয় চিরি॥
বৃন্দেগো, সারা নিশি জাগিয়া থাকি সেবার দ্রব্য লইয়া।
কোন রমনী পাইয়া বন্ধু রাখিয়াছে ভূলাইয়া॥
ভাইবে রাধারমন বলে শুনগো সখি তোরা।
সুখের নিশি গত হইল কার কুঞ্জে বইয়া॥

****

পন্থ পানে চাইয়া থাকি মনের বিলাসে।
সইগো প্রাণবন্ধু আসে কিনা আসে॥
সইগো যারে দংশে কালো নাগে সেকি প্রাণে বাঁচে।
বিষে অঙ্গ ঝর ঝর মরিনা পরানে॥
সখিগো বন্ধু যদি আপন হইত আপন রাখিতাম হৃদয়ে।
কহিতাম মনের দুঃখ ধরিয়া চরনে॥
সখিগো ভাইবে রাধা রমন বলে শুনগো সকলে।
আমার বন্ধু ভূলিয়া রইছন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে॥

****

ধীরে ধীরে রাধার কুঞ্জে চলে নটবর রায়।
মধুর মধুর শব্দ বুঝি চন্দ্রাবলীয়ে শুনতে পায়॥
শব্দ শুনি চন্দ্রাবলী কুঞ্জের বাহির হইয়া চায়।
বহুদিনের আশা বুঝি পুরাইলগো বিধাতায়॥
রাধার কাছে যাইতে বন্ধু চন্দ্রাবলীয়ে পন্থে পায়।
শ্যামকে হেরি কয় জিজ্ঞাসি বল বন্ধু যাও কোথায়॥
হস্থে ধরি চন্দ্রাবলী কুঞ্জের মধ্যে লইয়া যায়।
বিপাকে ঠেকাইল চন্দ্রা নবীন চরণ দাসে গায়॥

****

রঙ দেখ আসিয়া সইগো রঙ দেখ আসিয়া।
চন্দ্রাবলী ঠাকু কৃষ্ণের মিলন দেখ আসিয়া॥
নানান জাতি পুষ্প তুলি মালারে গাথিলা।
কৃষ্ণের গলে দেইনগো মালা আপন জানিয়া॥
চুয়া চন্দন চন্দ্রায় কটরায় ভরিয়া।
কৃষ্ণের অঙ্গে দেইন চন্দন ছিটাইয়া ছিটাইয়া॥
খাসিয়া পান চিরিয়া চন্দ্রায় খিল্লি বানাইলা।
কৃষ্ণের মুখে দেইন খিল্লি আপনে তুলিয়া॥
হস্তের মূরলী কৃষ্ণে বিছানাতে থইয়া।
নিদ্রা গেলা ঠাকুর কৃষ্ণ চন্দ্রা কুলে লইয়া॥

****

যাও এগো বৃন্দাদূতি শ্যাম আনিতে।
আমায় ছাড়ি শ্যামচান্দ কোথায় রইয়াছে॥
যেখানে পাইবায়গো তারে আনগো ধরিয়া।
নালিশ করলে বিচার করমু তার লাগাল পাইয়া॥
একথা শুনিয়া বৃন্দা করিলা গমন।
চন্দ্রার মন্দিরে গিয়া দিলা দরশন॥
কনেক আঙ্গুলী দিয়া কেওড় খসায়।
মন্দিরে সামাইয়া বৃন্দে চতুরদিকে চায়॥
চন্দ্রার মন্দিরে শ্যাম শুইয়া নিদ্রা যায়।
ভাবিয়া বৃন্দায় বলে শুনগো সকলে।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্যাম ধরা পড়িয়াছে॥

****

চন্দ্রার কুঞ্জে বৃন্দাদূতি শ্যাম চান্দের উদ্দেশ্যে যায়।
বলিয়া দেয়গো চন্দ্রাবলী রাধার বন্ধু রইল কোথায়॥
বলে চন্দ্র শুনগো বৃন্দা শ্যাম গিয়াছে মথুরায়।
প্রেম ভাবে শয্যা বুঝি সুজাইয়াছে রাধিকায়॥
সোনা না হয় রূপা না হয় অঞ্চলে বাধিয়া রাখবায়।
শিখাই বুঝাই পরার বন্ধু আর কত লুকাই রাখবায়॥
ভাবিয়া ভারতে বলে এসব তোমার উচিত নয়।
গিরীধারী আসামীরে বান্ধিয়া নিল রাই রাধায়॥

****

লোকাইও নাগো চন্দ্রাবলী লোকাইও নাগো আমারে।
শ্যামের নূপুর বাজে চন্দ্রাবলীর মন্দিরে॥
চমকিয়া উঠে চন্দ্রাবলী থর থরাইয়া কাঁপে।
কি স্বপন দেখিলাম আজি সুখের নিশীতে॥
জাগিয়া যে ঠাকুর কৃষ্ণ দেখিলেন দূতীরে।
কি কারনে আইছ দূতী দাড়াইয়া দোয়ারে॥
যে কাজে আসিয়াছি আমি কইমু কেনে তোমারে।
গীরিধারী কইছে প্যারী বান্ধিয়া নিতাম তোমারে॥

****

চন্দ্রার কুঞ্জে বিদায় মাগইন রসিক শ্যামরায়।
ভোর হইয়াছে সুখের নিশি দেওগো বিদায়॥
বিনয় ভরি করিয়া হরি লইলা বিদায়।
শ্রীরাধার কুঞ্জে যাইতে কাঁপে সর্ব গায়॥
সিন্দুরের বিন্দু বিন্দু কাজরের রেখা।
পিষ্টের উপরে দেখি কংকনের দাগা॥
ভয়ে ভীত হইয়া কৃষ্ণ দূয়ারে দাড়ায়।
আসিলা রাধার বন্ধু বলে ললিতায়॥

****

চন্দ্রা বিদায় দেওগো যাই।
ঘনে ঘনে পন্থপানে চাইতে আছে রাই॥
একথা শুনিয়া চন্দ্রা ধরইন কৃষ্ণের পায়।
নেত্রজলে চিত্ত ভাসে নবীন চন্দ্রার গায়॥
বহুদিনের ঋণগো চন্দ্রা ঋণের সীমা নাই।
বিলম্ব হইলে আজ শান্তি কিবা নাই॥
ভাইবে রাধারমন বলে শুনগো চন্দ্রাবলী।
আজি কুয়া রাধার কুঞ্জে যাইতে হবে আমি॥।
****

চন্দ্রাবলীর কাছে বিদায় লইয়া শ্যামরায়।
শ্রীরাধার মন্দিরে যাইতে কাঁপে সর্বগায়॥।
সিন্দুরে কাজলে শ্যামের অঙ্গে দেখা যায়।
চন্দ্রাবলীর গুনমনি দাগ দিয়াছে গায়॥
শ্রীরাধার মন্দিরে যাইতে বাঁশিটি বাজায়।
ললিতা বিশাখা বলে শুনগো ধনি রাই।
প্রভাত কালে তোমার কুঞ্জে আইছইন শ্যামরায়॥।
****

ওগো বিনোদিনী রাই।
আইজ বুঝিগো তোমার কুঞ্জে আসিতা কানাই॥
যমুনা পার হইয়া কৃষ্ণে চতুর্দিকে চায়।
কোনদিকে রাধার মন্দির নিলয়ওনা পায়॥
ঐযে দেখরায় ফুল বাগিছা মধ্যে রাধার ঘর।
দক্ষিণ দরজায় রাধায় লাগাইছে কপাট॥
মন্দিরের নিকটে গিয়া হস্তে দিলা তালি।
আপনে খসিল রাধার কেপাটের খিলি॥
মন্দিরে সামাইয়া কৃষ্ণে চতুর্দিকে চায়।
কেবা দূতি কেবা রাধে নিলয় না পায়॥
মাথার ফটকায় কৃষ্ণে দিবস জালাইয়া।
রাধারে জাগাইতে গেলা চরণে ধরিয়া॥
চন্দ্রাবলীর বন্ধু তুমি চন্দ্রার কুঞ্জে যাও।
আমার বিছানায় তুমি না তুলিও পাও॥
****

মাধব চল নারে।
আইজ কুঞ্জে প্যারী তোমার মানে বসিয়াছে॥
চল চল ওরে মাধব নিশি যায়রে গইয়া।
কিবা ধনি শুইয়া রইছইন কপাট লাগাইয়া॥
ঘোড়ায় উঠইন ঠাকুর কৃষ্ণ হস্তে চাপট বাড়ি।
লাল ঘোড়া দৌড়াইয়া যাইতা প্রিয় রাধার বাড়ী॥
কতখান দূরে গিয়া জিজ্ঞাসইন দূতীরে।
কুশলেনী আছইন আমার চন্দ্রমুখী রাধে॥
আমারে জিজ্ঞাসা করলে পাইবায় কিবা সুখ।
আপনে আসিয়া দেখ রাধার চান্দ মুখ॥

রাধার মান

আইজ কেন শ্যাম তোমায় দেখি, ছুইও না শ্যাম সর দেখি॥
বন্ধুরে, হস্তেতে কংকনের চিহ্ন, শরীর কাজল বর্ণ,
চন্দ্রার কুঞ্জে গেছ নাকি তুমি।
তোমার কাল বর্ণ হেরব নারে মুর্চিত হইয়াছি আমি॥
বন্ধুরে, তুই বন্ধু আসিবে করি, ফুল তুলিলাম নানান জাতি,
সাজায় কুঞ্জ রাধা বিধুমুখী।
প্রভাত কালে আইলেরে শ্যাম রাত্রে তোমার কাজ ছিল কি॥
রাধেগো, তোর লাগিয়া কষ্ট পাইয়া, ফিরিগো রাই বনে ঘুরিয়া,
কিবা দিবা কিবা নিশী।
তোমার চরনে ধরি বিনয় করি চাওগো রাধে নয়ন তুলি॥

****

এত মান কেনে ধনি।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে আর যাব না আমি॥
এক দিবসে গিয়াছিলাম রসে আর রঙ্গে।
সেই কথাটি আসিয়া আমি তোমার কাছে কই॥
আরেক দিবসে গিয়া খাইলাম চিড়া দই।
সেই কথাটি আসিয়া আমি তোমার কাছে কই॥
আরেক দিবসে গিয়া খাইলাম চিরা পানের বিড়া।
আর যদি যাইগো রাধে দিও মাথায় কিরা॥
চুড়া দিলাম বাশি দিলাম তবে না যদি মান।
তবে না যদি মানগো রাধে সাক্ষী প্রমাণ আন॥

****

দাসের প্রতি মান কেনেগো প্রান প্রেয়সি বলনা।
ঐ আসিয়াছে প্রাণনাথ হেরনা হেরনা॥
হাসিয়া হাসিয়া শ্যামরায় হস্ত দিল রাধার গায়।
চন্দ্রাবলীর বন্ধু তুমি ছুইও না ছুইও না॥
তুমি তরু আমি লতা ছাড়া ছাড়ি এ কোন কথা।
অপরাধ ক্ষমা করো ত্যজিও না ত্যজিও না॥
দ্বীজ চণ্ডীদাস কয় এত মান ভাল নয়।
রসিক বিনে রসের নাগড় বাঁচে না বাঁচে না॥

****

মান করিয়া রাই বসিয়া রইছে নিকুঞ্জ কাননেগো।
শ্যামকে আসিতে মানা দেয় গোপীগণেরো॥
কাইল নিশীতে আইলায় নারে নিশি হইল ভোররে।
আইজ কেনরে প্রাণবন্ধু দুই তোর ফোররো॥
সারা নিশী কাটাইলাম গাইয়া তোর গুণরে।
এখন বুঝি দিতে আইছ কাটা গায়ে নুনরো॥
কইথাকি আইল ননীচোরা কুঞ্জের কর বাররে।
এমন নিষ্টুরের মুখ না হেরিব আররো॥
ভাইবে রাধা রমন বলে মনেতে ভাবিয়ারে।
মান ভাঙ্গিয়া কমলিনী বন্ধু লইলা কোলেরো॥

****

মান ক্ষেমা দেও রাধে মান ক্ষেমা দেও রাধে।
মায়া দয়া কিছুই মাত্র নাইসে তোমার বুকে॥
যে বন্ধুয়ার লাগিয়ারে মুই দোষি ঘরে বারে
সে বন্ধু আসিয়া রাইয়ার যুগল চরণ ধরো॥
মান ভাঙ্গিয়া কমলিনী বন্ধু লইলা কোলে।
রাধা কানুর মিলন হইল রস বৃন্দাবনে॥

****

শ্রী চরণে ভিক্ষা চাই, মান ভাঙ্গগো কমলিনী রাই।
তুমি নয়ন তোল কথা বল জন্মের মতো দেখে যাই॥
যদি কোন দোষী আমি, বিচার করো রাধে তুমি,
উচিত বিচার সভায় মানিয়া যাই।
উচিত মতো বিচাার করো দণ্ড দিতে ক্ষতি নাই॥
ত্যাজ্য করে চূড়া বাশি, সাজিলাম নবীন সন্ন্যাসী,
কান্দিয়া কান্দিয়া নগরে বেড়াই।
আমার সোনার অঙ্গ মলিন হইলতোমার মনে দয়া নাই॥
শ্রীগোবিন্দ দাসের বাণী, মান ভাঙ্গিলা কমলিনী,
হাসি হাসি কৃষ্ণে পানে চায়।
তুমি দুই হস্তে গলে ধরো কোলে নেও প্রাণ কানাই॥
****

দেগো বৃন্দে দেও আমারে যোগী সাজাইয়া।
ভাঙ্গিমু রাধার মান সন্ন্যাসী হইয়া॥
ভূষি মাখিয়া অঙ্গে হইলেন ধলা।
হস্তে গলে তুলিয়া দিলা রুদ্রাক্ষের মালা॥
সব চাতুরী বৃন্দাদূতি জানে নানান সন্ধি।
বিনা ডুরে শ্যাম শিয়রে জটা দিয়াছে বান্ধি॥
ব্যগ্র ছাল পরিধান বিভূতি ভূষণ।
পৃষ্টে শোভে মৃগছাল সন্ন্যাসীর লক্ষণ॥
রাধার প্রেমে কালাচান্দে সন্ন্যাসী সাজিয়া।
উপনিত হইলা গিয়া জয় রাধা বলিয়া॥
ভিক্ষা দেওগো বিধুমুখী ভিক্ষা দেও আমারে।
ভিক্ষা লইয়া কমলিনী রাইর হইলা বাহিরে॥
সন্ন্যাসী বলেগো তন্ডুলের কার্য নাই।
ভিক্ষা দেওগো বিধুমুখী মান ভিক্ষা চাই॥
বুঝিলাম বুঝিলাম বৃন্দে তোমার চাতুরী।
নতুন সন্ন্যাসী না হয় মোহন বংশীধারী॥
কৃষ্ণ দরশনে রাধার মান হইল দূর।
আইজ নিশিতে রাধার কুঞ্জে মিলিলা ঠাকুর॥
****

তুমি মান করিওনা গো রাই,
মান ভাঙ্গিয়া কোলে নেও নাগর কানাই।
মান ভাঙ্গিয়া কোলে নেও নাগর কানাই, মান ভাঙ্গিয়া কোলে নেও নাগর কানাই,
মান ভাঙ্গিয়া কোলে নেও নাগর কানাই॥
রাধেগো, যে চরণ পাইবার লাগি, নারদ হইলা বৈরাগী,
শ্মশানবাসী মহাদেব গোসাই।
তারে করলে অপমান বড় দুঃখ পাই॥
রাধেগো, যা হবার তা হয়ে গেছে, আমরা সব তোমার কাছে,
করজোড়ে মান ভিক্ষা চাই।
আদরের ধন কোলে নেও দেখে প্রাণ জুড়াই॥
রাধেগো, যার কাছে যার মন আছে, দূরে গেলেও কাছে আসে,
কোন কালে ছাড়াছাড়ি নাই।
মধুবলে অন্তিকালে কানুপদে দিও ঠাই॥

****

রাধার মান গেল দূর, দেখিয়া শ্যামের দুরদশা দয়া উপজিল॥
প্রাণনাথ বন্ধু বলি কোলেতে তুলিল॥
অঙ্গে অঙ্গে হিলাহিলি প্রেম আলিঙ্গন দিয়া।
সোনার অঙ্গে কালাচান্দ রইলা মিশিয়া॥
কাঁচা সোনার কিসরি সুয়াগা শ্যাম বংশীধারী।
দুই রসে দুই জনে প্রেমে উথলিল॥
মত্ত হইয়া সখিগণ, করে পুষ্প বরিষণ।
নিকুঞ্জ কানন আইজ প্রেম রসে ভাসিল॥
অধীন চৈতন্য রতি, রস পরিশ্রমে রাই কিশোরী।
শ্যামচান্দ ঘুমাইয়া রাইল॥

****

কুঞ্জের মাঝে কে গো রাইয়ার কুঞ্জের মাঝে কে।
ললিতায় বলে রাধার বন্ধু আসিয়াছে॥
অর্ধ মাথে চূড়া শ্যামের অর্ধ মাথে বেণী।
চূড়ায় করে ঝিলমিলি ঝিলমিল বেনিয়ে ধরে ফনি॥
অর্ধ গলে চন্দ্র হার অর্ধ গলে মালা।
অর্ধ অঙ্গ গৌর বরণ অর্ধ অঙ্গ কালা॥
এক হস্তে চুয়া চন্দন আরেক হস্তে বাঁশি।
রাধারমন বলে আমি ঐ চরণের দাসী॥

****

বন্ধু কওরে কথা শুনি,
কার মন্দিরে রসরাজ পুষাইলায় রজনী॥
যার বাড়ি গেছিলায় বন্ধু তার বাড়ীতে যাও।
আমার বিচানাও বন্ধু না তুলিও পাও॥
যার বাড়ি গেছিলায় বন্ধু তারে আমার জানা।
পন্থের পাতিয়াছে পিরীতের থানা॥
কার বাড়ি গেছিলায় বন্ধু কেবা দিল সুখ।
কেবা ভৃঙ্গারের জলে ধোয়াইল মুখ॥
যার বাড়ী গেছিলায় বন্ধু তারে আমি চিনি।
চূড়ার উপরে দেখি নিওরের পানি॥
কোন কামিনী বন্ধু তোমায় পাইয়াছিল লাগ।
সর্ব অঙ্গে কেবল দেখি কঙ্কনের দাগ॥
সিন্দুরের বিন্দু বিন্দু লাগিয়াছে অধরে।
ঘুমে দুইটি আখি মোতার ঢলমল করে॥
কাজ নাই আমার পিরীতির লওরে নমস্কার।
চন্দ্রাবলীর বন্ধু তুমি দন্ডবৎ আমার॥

****

প্রাণ ললিতেগো কি কথা ছিল গো তোর সনে।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি আমরা খেলব খেলা দুই জনে॥
সত্যযুগে ছিলেন হরি, আমায় বানায় লক্ষ্মীনারী।
ত্রেতাতে রাম ধনর্ধারী সীতা ছিলেন অশোক বনে।
দ্বাপরেতে নন্দের কানাই, আমায় বানায় কলংকিনী রাই।
তার কারনে বৃন্দাবনে ঘুরিগো বনে বনে॥
গোসাই রাধারমন বলে, শুনগো তোমরা সকলে।
কৃষ্ণ কলংকিনী রাধা আয়ানে পাইলা কেমনে॥
****

আজিরে নিকুঞ্জ বনে, রাই মিলিলা শ্যামের সনে,
কি শোভা হইয়াছে বৃন্দাবনে।
রত্নবেদী সিংহাসন, বসাইলা দুইজন,
সখিগণের আনন্দিত মনেরে॥
রাইয়ের পৈরন নীলাম্বরী, শ্যাম অঙ্গ পাতিয়াছে গীরি,
রাইয়ার বসন দিয়াছে শ্যামের গায়রে॥
হিরাহিরি দুটি বাহু, চন্দ্রকে গ্রাসিল রাহু,
নবীন মেঘে যামিনী খেলায়॥
স্বর্গে থাকি দেবগণ, করে পুষ্প বরিষণ,
সেই পুষ্প পড়ে দোহার গায়।
রাই কানুর মিলন হইল, চাঁদ বদনে হরিবল,
বৃন্দাবন আজ প্রেমে ভাসি যায়॥
****

কত আদরের আদর শ্যাম সোহাগী রসিক নাগড় মিলিল দুইজনে।
কত ভঙ্গি করি দাড়াইয়াছে একি আসনে॥
শ্যাম কোলে রাই, রাই কোলে শ্যাম, শ্যাম রাইয়ার কোলেতে।
মেঘের কোলে সুদামীনি উঠিল গগনে।
পুষ্প বৃষ্টি করে দেখ সব সখিগনে॥
রত্ন দাসের আশা ছিল, যোগল চরণ সেবনে।
শ্যাম সোহাগী রসিক নাগড় মিলিল দুই জনে॥
****

আইজ মিলন হইলরে, রাধা মাধব কুঞ্জে মিলন হইলরে।
রাধা কুন্ডের জল অতি সুশিতল
মখর বাহনে কানু ভাসেরে॥
শ্রীরাধার প্রেম রসে, বিচিত্র বসন খসে
শ্যামের মাথার চুড়া খসিলরে॥
নরহরি পদে গায়, মিলন হইল বিনোদ রায়
মধুর বৃন্দাবন আইজ প্রেমে ভাসিলরে॥

****

এক যোগেতে দুই জন মিলে বাজায়গো চার হাতে এক বাঁশি॥
বন্ধু আমার চিকন কালা অমাবশ্যার নিশি।
তেমনি রাধা চন্দ্রমুখী পুর্ণিমার শশীগো॥
গাথিয়া বন ফুলের মালা যত গোপ নারী।
শ্যাম অঙ্গে পরাইয়া মালা মধুর মধুর হাসিগো॥
যোগল রূপ হেরিতে আইলা যত ব্রজের নারী।
সারি শুকে নিত্য করে তমাল ডালে বসিগো॥
ভাইবে রাধা রমন বলে শুনরে ব্রজবাসী।
জনমে জনমে আমি হইতাম তার দাসী॥

****

মিলন দেখগো আসিয়া, শ্যামের বামে রাই দাড়াইছে মিশিয়া মিশিয়া॥
ললিতা বিশাখা নাচে অঙ্গ হেলাইয়া।
ভ্রমরা ভ্রমরী নাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া॥
ডালে বসে শুক শারী তারা বলে হরি হরি।
ময়ুরা ময়ুরী নাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া॥

****

যোগল মিলন দেখগো, বৃন্দাবন আইজ প্রেমে ভাসিয়া যায়।
রাইর সঙ্গে রসরঙ্গে বেভূর শ্যামরায়॥
এক জনার পৈরন বসনগো সখি আর জনার গায়।
রাইর অঙ্গের নিলাম্বরী শ্যাম চান্দের গায়॥
দুই বাহু তুলিয়া শ্যামে ধরে রাইর গলায়।
চন্দ্র গ্রহণ হইল বুঝি ভাবে বুঝা যায়॥
বাঁশি হস্তে রাইর কোলে বইছে শ্যামরায়।
এক সুরেতে এক রন্ধেতে দুই জনা বাজায়॥
রুক্মিনি দাসের ঐ মিনতি যোগল চরনও সেবায়।
ঐ রঙ্গেতে বিরহীনির জনম যেন যায়॥

****

যোগল মিলন হইল দেখ দেখ শ্যামের বামে রাই দাড়াইল।
শ্যামকে পাইয়া রাই কিশোরী আনন্দিত হইল॥
শ্যামের বামে বসে প্যারী কয় রঙ্গে বেশ ধরি।
চুড়ায় করে ঝিলমিল ঝিলমিল বেনী চমৎকার হইল॥
লঙ এলাচি জায়ফল চিত্রলেখায় বানায় খিলি।
শ্যাম মুখে দেওগো খিলি শুভদিন হইল॥
রাই কোলে শ্যাম, শ্যাম কোলে রাই প্রেমানন্দে ভাসিল।
রাধা রমন বলে রাইর কোলে শ্যাম বিধি আনি মিলাইল॥

****

তারার মিল হইয়াছে, মিল হইয়াছে তারার মিল হইয়াছে।
এমন সুন্দর রাধা বামে দাড়াইছে॥
ময়ুরা বলে ও ময়ুরী পেখম ধর ভালো।
এমন সুন্দর রাধার বন্ধু কেন কালো॥
শুক বলে ওগো শারী দেখনা বাহির হইয়া।
শ্যামের বামে রাই দাড়াইলা ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
চাঁদের উপরে চাঁদ গগনের শশী।
বদনে বদনে তারা হইছে মিশামিশি॥

সাক্ষাৎ খেদ

প্রান বন্ধুরে, দিলে দেখা বহুদিনের পরে।
আমি অভাগীরে পড়ে কিনা মনেরে॥
বন্ধুরে, তোমার অদর্শনে, প্রাণ যায় মোর হুতাশনে,
কাটাই কাল কান্দিয়া কান্দিয়া।
এসো প্রানে প্রান মিশাইয়া, জুড়াই জ্বালা পরশিয়া,
আমার জনম গেল কান্দিয়া কান্দিয়া॥
বন্ধুরে, তোষের অনলের মতো, জ্বলছে হিয়া অবিরত,
প্রান বন্ধু তোমার লাগিয়া।
ঘরে বাদী গুরুজনা, সদা মোরে দেয় যন্ত্রণা,
আমার জনম গেল কান্দিয়া কান্দিয়া॥
বন্ধুরে, বসাইয়া হৃদ পদ্মাসনে, পুজব চরণ নিশিদিনে,
মন তুলসী ভক্তি চন্দন দিয়া।
বলে দ্বীজ দাস রুক্ষিনী, পুরাও আশা গুনমনি,
আমায় রেখনা আর চরণ ছাড়া করে॥

****

জয় রাধেগো, তুমি আমার জীবনের জীবন॥
রাধেগো, তুমি আমার নয়ন তারা, তিলেক মাত্র হলে হারা,
অন্ধকারে হেরি ত্রিভূবন।
নয়নের পলকেতে, গোপী যুগ শতশতে,
ধর্য্য নাহি ধরে আমার প্রানে॥
রাধেগো, সবে বলে আমি ধনি, তোমার কাছে সদায় ঋণী,
রেখ দয়া নিজ দাস জেনে।
রমনীর অল্পমতি, যগল প্রেমে না হয় রতি,
বৃথা জন্ম গেল অকারন॥

****

নিবেদন শুন বন্ধুরে, বন্ধুয়ারে নিবেদন রাখ।
অভাগীনির নামটি বন্ধু চরনেতে লিখ॥
চরনে লিখিতে নামটিরে বন্ধু যদি দুঃখ পাও।
ধুলাতে লিখিয়া নামটিরে বন্ধু চরণ দিও তাও॥
যখনি বসিবায় বন্ধুরে, বন্ধু রমনী সমাজে।
চরণ পানে চাইলে বন্ধু দাসী পড়বে মনে॥
যে ধন আমার বন্ধুরে, বন্ধু সে ধন হইলা তুমি।
তোমার ধন তোমারে দিয়া দাসী হইব আমি॥
এ যদু নন্দনে বলেরে, বন্ধু তোমার নামটি সার।
অন্তিম কালে যুগল চরণ হেরি যে তোমার॥
****

শ্যাম কালিয়া সোনা বন্ধুরে, বন্ধু বড় আদরের ধন।
তুমি আমার আমি তোমার জানে সর্বজন॥
ফুলের আসন ফুলের বসনরে বন্ধু ফুলের সিংহাসন।
হৃদ মন্দিরে এসে কর প্রেম জ্বালা বারন॥
অহল্যা-দ্রোপদী-কুন্তিরে, বন্ধু মন্দোধরী-তাঁরা।
তোমারে ভজনা করি, সতী হইল তারা॥
ভাবিয়া রাধা রমন বলেরে, বন্ধু এই নিবেদন।
শ্রীরাধার মরনকালে দিও শ্রীচরন॥
****

বন্ধু বিনোদিয়া, কিবা সুখ পাওরে বন্ধু আমারে কান্দাইয়া।
আমার কেঁদে কেঁদে জীবন গেল তোমার লাগিয়া॥
বন্ধুরে, একেতো অবলা নারী, তাহে পরার অধিকারী
মন আগুনে জ্বলে আমার হিয়া, ও বন্ধুরে।
রাবনের চিতার মত অনল জলছে গইয়া গইয়া॥
বন্ধুরে, আমারে বন্ধনে থইয়া, থাক তুমি রঙ্গ চাইয়া
তিলেক মাত্র নাইরে দয়ামায়া, ও বন্ধুরে।
হৃদয়ের ধন সব দিয়াছি তোমারে সপিয়া॥
বন্ধুরে, জন্মাবধি কর্মপুড়া, পুড়া কপাল না লয় জোড়া
নারীকুলে জনম লইয়া, ও বন্ধুরে।
গোপাল বলে মনের ক্ষেদে কেন না গেলাম মরিয়া॥
****

রাধে, তুমি বিনে কে আছে আমার গো, বিনোদিনী।
আমি কার কাছে কহিব আমার দুঃখের কাহিনী॥
বনে থাকি ধেনু রাখি, বাশির স্বরে তোমায় ডাকি।
তুমি একবার এসে হওগো আমার সঙ্গের সঙ্গিনী॥
শইলে স্বপন দেখি, চমকি চমকি উঠি।
আমি ভূলিতে না পারি তোমায় দিবস রজনী॥
হাত দিয়া চাও আমার বুকে, প্রানটি আছে কেমন সুখে।
আমার সর্ব অঙ্গ শীতল হইল তোমার দরশনে॥
ভাইবে রাধা রমন বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে।
তুমি অন্তিম কালে দিও তোমার চরন দুখানী॥

****

প্রাণ বন্ধুরে, তোর লাগি জীবন করলাম ক্ষয়।
আমার জ্বালা পুড়া এই প্রাণে আর কত সয়॥
প্রাণ বন্ধুরে, তোমায় আমি ভালবাসি, জগতে হইলাম দোষী
পাড়ার লোকে মন্দ কত কয়, ও বন্ধুরে।
শাশুড়ী ননদী ঘরে, একত্রে বসতি করে
তারা দিন রজনী দেখায় কত ভয়॥
প্রাণ বন্ধুরে, তোমার দেখা পাব বলে, ঘরের জল বাহিরে ফেলে
আবার জল আনার ইচ্ছা হয়, ও বন্ধুরে।
কলসি লইয়া কাংখেতে, যখন যাই জল আনিতে
তারা ডাক দিয়া কয় কই যাও অসময়॥
ভেবে চন্ডীদাসে বলে, না জানিয়া প্রেম করিলে
নয়ন জলে ভাসে সব সময়, ও বন্ধুরে।
জানিয়া যে প্রেম করে, সদায় ভাসে সুখ সাগরে
তার দূরে গেছে কাল সমনের ভয়॥

****

আমি প্রেমের মরা মরলাম গো রাই তোমার লাগি।
এগো মনপ্রান কুলমান দিয়া হইলাম সর্বত্যাগী॥
বৃন্দাবনের বনে বনে, সদায় ঘুরি ধেনুর সনে,
বাশিতে নাম ধরিয়া ডাকি।
ওরে তোমার জন্যে ঘোর অরন্যে সদায় কষ্টে ভোগী॥
যখন উঠে প্রেম জ্বালা, তুমি হওগো গলার মালা,
তোমার পদে এই মিনতি করি।
আমি দাসপত্র নাম লিখে পদে সাজলাম নতুন যোগী॥
ব্যাকুল পরান পাখি, শুন ওগো রাই রঙ্গিনী,
নীলমনি হয় কুলদাসী।
এগো মাইয়ার মন পাষানের মত পুরুষ কেবল দোষের দোষী॥
****

কি আর করিব আমি গো রাধে কি আর করিব আমি।
তিলেক তোমার, পরশ না পাইলে, সেই ক্ষণে নাহি বাছি॥
তোমার অঙ্গের, সরস পরশ, পাইলে যে সুখ উঠে।
বুকের ভিতর, বান্ধিয়া রাখিয়ে, ছাড়িতে পরান ফাটে॥
বিধি নিদারুণ, করিলেক ভিন, তোমা হেন গুননিধি।
ওমুখ দেখিয়া, হৃদি উলাসয়ে, সকলি পাইনু সিধি॥
হেন লয়ে মনে, প্রবেশিব বনে, তোমারে করিয়া বুকে।
বলরাম চিত্তে, দেখি দিন রাইতে, আপন মনের সুখে॥
****

শুন বিনোদিনী তুমি, আমার কান্ডারী তুমি, তোমার কান্ডারী কহ কারে।
তুমার অনুরাগে প্রেমি, সমুদ্রে ডুবিয়াছি আমি, আমারে তুলিয়া কর পারে॥
যোগী ভোগী নাপিতানী, তোমার লাগিয়া দানী, ওঝা হইলাম তোমার কারনে।
তোমার অনুরাগে মোরে, লইয়া ফিরে ঘরে ঘরে, তুমার লাগি করিলু দোকানে॥
রাখাল লইয়া বনে, সদা ফিরি ধেনু সনে, তুমার লাগি বনে বনাচারি।
তোমার পিরীতি পাইয়া, এ ভাঙ্গা তরনী লইয়া, তোমার লাগি হইলাম কান্ডারী॥
না বলো কুকথা ধনি, রমনীর শিরোমনি, তুমার প্রেমে কি না করি আমি।
দাস জগন্নাথে কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়, জাতি জীবন ধন তুমি॥
****

বন্ধুরে, শ্যাম বিনোদিয়া, দিবানিশি জুরে আখি তোমার লাগিয়া॥
চন্দ্রে কুমুদ বন্দি অরুনে কমল।
আমি তোমার চরন বন্দি সুন্দর শ্যামল॥
তুমিতো জানরে বন্ধু আমি কি আগুনে পুড়া।
নিবেনা নিবেনা অনল তোমার চরণ ছাড়া॥
এপার থেকে বাজাও বাশি সেপার থেকে শুনি।
কহিতে না পারি বন্ধু সহিতে না পারি॥
তুমি বিনে কৃষ্ণ দাসের কে আছে দরদীরে।
****
জয় রাধেগো, তুমি বিনে কে আছে আমার॥
রাধেগো, তিলেক মাত্র না দেখিলে, শুণ্যময় সকলি লাগে,
তুমি বিনে কিছু নাই আমার।
নয়নের আড়াল হলে, প্রান জ্বলে বিচ্ছেদানলে,
বৃন্দাবন দেখি অন্ধকার॥
রাধেগো, শুইয়া তোমার বুকে, রজনী বঞ্চিলাম সুখে,
কে বুঝিবে সে সুখ আমার।
তুমি আমার প্রেম ধনি, আমি তোমার প্রেম ঋণি,
সুজিতে না পারি প্রেম ঋণ॥
রাধেগো, তুমি আমার প্রান পাখি, তুমি বিনে আধার দেখি,
তোমায় আমি কি বলিব আর।
গোসাই নরেশের এই বাসনা, আশাতে বঞ্চিত করনা,
অন্তে দিও চরন তোমার॥
****

শুন শুন নিবেদন বিনোদিনী রাই।
তোমা বিনে ত্রিভূবনে মোর কেহ নাই॥
বাঁশী দেও মোরে লও বিনামূল্যে কিনি।
বাশীদান দেহ মোরে রাধা বিনোদীনি॥
এই বাশীর গুনেতে বনেতে চরাই গাই।
দিবা নিশি বাশীতে তোমার গুণ গাই॥
এই বাশি শুনি যমুনা বহয়ে উজান।
এই বাশি শুনি ভাঙ্গে মুনিজনের ধ্যান॥
এই বাশি তোমা ধনে আনিয়ে মিলায়।
এই বাশি গেলে রাই কি হবে উপায়॥
এত বলি কৃতাঞ্জলী করে শ্যাম রায়।
ক্ষমহে কিশোরী গোরী রাখ রাঙ্গা পায়॥
শ্যামেরে কাতর দেখি রাধা বিনোদিনী।
ইঙ্গিতে ললিতায় কহে বাশি দেও আনি॥
রাধার ইঙ্গিত পেয়ে ললিতা যাইয়ে।
বাশিটি আনিয়ে দিল হাসিয়ে হাসিয়ে॥
লওহে তোমার বাশি মোদের কিবা কাজ।
আকিঞ্চন দাস কহে বড় দিলা লাজ॥

****

নির্দয় হইওনা বন্ধুরে, বন্ধু দয়া না ছাড়িও।
নিজ দাসী জেনে বন্ধু চরনে রাখিও॥
তুমি যদি ছাড় দয়ারে, বন্ধু আমি না ছাড়িব।
চরনের নুপুর হয়ে চরনে বাজিব॥
তুমি হইবায় কল্পতরুরে, বন্ধু আমি হইব লতা।
দুই চরন বেড়িয়া থাকব যেন স্বর্ণলতা॥
কি ধন আছে কি ধন দিমুরে, বন্ধু সব ধন তুমি।
তোমার ধন তোমারে দিয়া দাসী হইব আমি॥
কুল গেল মান গেলরে, বন্ধু আর গেল জাতি।
চন্ডিদাসে বলে বন্ধু রসময় পিরীতি॥

****

প্রাননাথ, অপরাধ ক্ষম দয়াময়।
তোমার শ্রীচরনে কাতর বিনয়॥
তোমার নাম শুনিয়া, আশা পন্থ নিরখিয়া,
আমি কান্দিয়া কান্দিয়া সমুদয়॥
বিরহেতে দগ্ধ হইয়া, নির্দয়-নিষ্ঠুর বলিয়া,
বলিয়াছি শ্যাম যত মনে লয়॥
দাড়াইবার স্থান নাই, বলো আমি কোথায় যাই,
তুমি বিনে কে দিবে আশ্রয়॥
আগে তোমায় বলে রাখি, অসময় দিওনা ফাকি,
তুমি বিনে অবলার কেই নাই॥
অধীন চৈতন্যের বাণী, শুন বন্ধু গুনমনি,
অন্তে দিও যুগল চরন॥

****

শুন শুন সুন্দরি বিনোদিনী রাই।
তোহা বিনে কার নই তোহারি দোহাই॥
তুয়া দরশন লাগি সদা প্রাণ কান্দে।
ধৈর্য ধরিতে নারি হেরি মুখ চান্দে॥
অখিল সম্পদ মোর তুয়া মুখ শশী।
মুরলিতে তুয়া নাম গাই অহর্নিশি॥
গোলোক ছাড়িয়া আইলাম সুখের বিলাস।
তুয়া দরশন লাগি বৃন্দাবন বাস॥
জগতে আনয়ে তুয়া অনুগত কান।
গোবিন্দ দাসিয়া তাথে আছে পরমাণ॥

****

বন্ধুরে, বিনোদ রায়, আর আমার কেউ নাইরে।
আর আমার কেউ নাই, আর আমার কেই নাই, আর আমার কেউ নাইরে॥
বন্ধুরে, রহিয়া রহিয়া বাজাওরে বাঁশি, সহিয়া শুনিয়া থাকি,
আমি রাধার নাথ বলিতে, ভয় ভাসে চিত্তে, গোপিনাথ বলিয়া ডাকিরে বন্ধু॥
বন্ধুরে, তোমারি চরনে, আমার পরানে, বান্ধিয়া প্রেমের ডরি,
সব সমর্পিয়া, এক মন হইয়া, নিশ্চয়ে হইলাম দাসীরে বন্ধু॥
বন্ধুরে, চৌরটি কৌসলে থাকিরে বন্ধু, উপরে ময়ূরের পাখা
সতি কুলবতি, সেজন যুবতী, তরি সনে হবে দেখারে বন্ধু॥
বন্ধুরে, বাসুলির আদেশে, কয় চন্ডিদাসে, কহিতে পরান ফাটে,
শঙ্খ করাতে, মানিকের ধরে, আসিতে যাইতে কাটেরে বন্ধু॥

****

শুন শুন সুবদনি বিনোদিনী রাই।
তোমা বই কারু নই তোমারি দোহাই॥
তোমার লাগিয়ে সাধের গোলোক ছাড়িলাম।
গাইতে তোমার গান মুরলী শিখিলাম॥
ইথে না প্রত্যয় যাও মদন কর সাথী।
তব শ্রীচরণ দাও শ্যাম নাম লিখি॥
কোমল পদে কঠিন নাম লিখতে আচড় যায়।
ধুলাতে লিখিয়া নাম চরণ রাখ তায়॥
গোবিন্দ দাসিয়া কহে শুন সব সখি।
বিকাইলু রাইপদে তোমরা হও সাক্ষী॥

****

বন্ধু, শ্যাম গুনমনি, বন্ধু, শ্যাম গুণমনি।
কার কুঞ্জে রসরাজ পুসাইলায় রজনী॥
সাজাইয়া বাসর সজ্জা একা কুঞ্জে আমি, একা কুঞ্জে আমি।
কার পুরাইলায় মনের সাধ আমি কাঙ্গালিনী॥
ব্রজগোপীর ঘরে ঘরে সবার আদরিনী, সবার আদরিনী।
গোকূল নগরের মাঝে রাধা কলংকিনী॥
ভাইবে রাধা রমন বলে শুনগো রাজধ্বনী, শুনগো রাজধ্বনী।
কপট ও লম্পট শ্যাম চুরের শিরোমনি॥

****

বন্ধু তোমার পিরিতি, বিষম যাতনা কার প্রানে সহিতে পারে।
যদি পাষান হইতাম, গলিয়া যাইতাম, নারী হইয়া থাকি ধর্য্য ধরিরে॥
ঐযে ঘরের মাঝারে, বসিয়া কান্দি, বাহির হইতে প্রান কাপে ডরে।
যেমন শ্রাবণ মাসে ঝড় বরিশনে, তার মতো বহে ধারা দুই নয়নে॥
ঐযে নীল ফুলের মালা, গাথিয়া ললিতা, দিয়াছিল আমার গলে।
আমি ভুজঙ্গ বলিয়া, উঠিলাম কান্দিয়া, সেই দুঃখ রহিল আমার মনেরে॥
যদি তুমি ছাড়িয়া, দেও চিকন কালিয়া, আমি না ছাড়িব তোমারে।
চন্ডীদাসের আশা, চরনে ভরসা, নিরাশা করনা আমারে॥

****

শ্যাম বন্ধু চিত নিবারন তুমি।
কোন শুভদিনে, দেখা তোমা সনে, পাসরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে, এ চান্দ বদনে, ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রান, করে আনচান, দন্ডে দশ বার মরি॥
মোরে কর দয়া, দেহ পদ ছায়া, শুনহ পরান কানু।
কুলশীল সব, ভাসাইলু জলে, প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥

****

বল বন্ধু তুমি নি আমাররে, শ্যাম রসময়।
বন্ধু কে তোমারে বলে দয়াময়রে॥
বন্ধুরে, এই কথাটি বল মুখে, গেলে কি আর থাকে বুকে,
পাষানে বান্ধিয়াছে তোমার হিয়া।
আমার দুঃখ বলমু কত, দুঃখীনি নাই আমার মতো,
আমার মতো দুঃখীনি আর নাই॥
বন্ধুরে, তোমারে লইয়া বুকে, রজনী পোষাইল সুখে,
আমার মত আহলাদি আর নাই।
ভাবিয়া চাতক পাখি, বুঝি আমার অল্প বাকি,
ছাড়ব না আর করব অঙ্গীকার॥

****

প্রাণ বন্ধুরে, দুঃখিনীর ধন পাইয়াছি তোমারে॥
তোমারে পাইয়াছি সুখে, ছাড়িয়া দিতে না লয় বুকে,
প্রাণ বাচেনা না রহে জীবন॥
হিয়ার মাঝারে, রাখিব প্রাণ বন্ধুরে,
প্রাণের প্রান ধন তুমি যে আমার॥
নয়নের পলকে, না দেখিলে তোমারে,
চমকি চমকি উঠে প্রাণ॥
তুমি বন্ধু রস সিন্ধু, হৃদয় পরানের বন্ধু,
কৃপাসিন্ধু বিনে প্রাণ যায়॥
যোগল উজ্জ্বল যে, পাইয়াছে গোবিন্দ সে,
আর কতদিন রইব আশায়॥

****

মনের দুঃখ বলি শুনরে কালিয়া।
আর কত সহিব দুঃখ নারী জাতি হইয়া॥
তোমার পিরিতে বন্ধু আমার অঙ্গ পোড়া।
আমার পোড়া অঙ্গ শীতল কর দরশন দিয়া॥
আগে যদি যানতাম বন্ধু প্রেমে এত জ্বালা।
নদীর কোলে ঘর বানাইতাম থাকিতাম একেলা॥
আগে যদি যানতামরে বন্ধু যাইবায়রে ছাড়িয়া।
দুই চরণ বান্ধিয়া রাখতাম মাথার কেশ দিয়া॥
ভাইবে রাধা রমন বলে মনেতে ভাবিয়া।
যাইওনারে প্রাণবন্ধু রাধারে ছাড়িয়া॥

****

বন্ধু বাশি দেও মোর হাতেতে, আজি নিশি বাজাইয়া দেই নিও প্রভাতে॥
তুমি বাজাও জয় রাধা বলে, আমি বাজাই কৃষ্ণ বলে শুন সকলে।
তোমার বাশি আমায় দিলে সন্দেহ কি মনেতে॥
বাশির মধ্যে রন্ধ্র আছে সাত, কোন রন্ধ্রে কোন গুন ধরে বুজিবে আজি রাত।
তুমি গুনি না আমি গুনি রাষ্ট্র হইক জগতে॥
অষ্ট আঙ্গলা বাশের বাশি কি গুন জানে, কোন রমনি জল ঢালিয়া যায় জল আনিতে।
ভাবিয়া বিলাসে বলে ঐ চরনে চির দাসী জানে জগতে॥
ঐ চরনে চির দাসী রাখিও যুগল কমলে।

****

নিবেদন করি বন্ধুরে, তোমারি চরনে।
আমি যে অভাগী নাথ, দুঃখী আছি মনে॥
অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, মন্দোদরী, তাঁরা।
তোমারে ভজনা করে সতী হইলা তারা॥
তোমারে যে ভজে সে হয় সাধু জন।
তোমারে ভজনা করে যত দেবগণ॥
কেবল তোমারে ভজি আমি অভাগিনী।
ব্রজ মধ্যে নামটি আমার রাধা কলঙ্কিনী॥
পতিত পাবন নাম ধর কি কারন।
যদি আমার কলঙ্ক নাম না কর বারন॥
এত বলি শ্রীরাধিকা ব্রজনাথের পায়।
কত মতে বিনয় করে ধর্ম দাসে গায়॥

****

প্রান বন্ধুরে, নিবেদন শুনরে কালিয়া।
আমি হইয়াছি তোমার দাসী, কলংক সাগরে ভাসী,
দারুন প্রেমের ফাসি গলায়ে বান্দিয়া॥
বন্ধুরে, লোকে বড় মন্দ বলে, দিবানিশী হিয়া জ্বলে,
আমার জনম গেল কান্দিয়া কান্দিয়া।
আমি পরার রমনী হইয়া, থাকি আশা পন্থে নিরখিয়া,
তুমি দূরে দুরে থাক বন্ধু নিষ্ঠূর হইয়া॥
বন্ধুরে, আর কিছু ধন চাইনা আমি, আমার হইয়া থাক তুমি,
দিও মোরে চরনের ছায়া।
আমার প্রান অন্ত কালে, রাখিও তোমার চরন তলে,
আমি মরি যেন তোমার রুপ নেহারিয়া॥
বন্ধুরে, মান কুলমান-যশ অভিমান, জীবন যৌবন প্রান,
আমি সবই দিলাম চরনে সপিয়া।
অধিন কাঙ্গালে কয়, সেদিন হবে অসময়,
সেদিন তুমি রসময় যাইওনা ছাড়িয়া॥

****

আমি যে মইলাম বন্ধুরে, তুমি নাহি দেখ।
আমি মইলে সোনা বন্ধুরে, তুমি সুখে থাক॥
অপরাধী জানিয়া বন্ধুরে, কেন মার প্রানে।
দয়াময়ী নামটি তোমার সদাই উঠে মনে॥
যাহা কর প্রাননাথরে, তুমিই সারাৎসার।
তুমি বিনে ত্রিভূবনে কে আছে আমাররে॥
দীন-হীন কুমুদিনী বলে, চরন তলে ঠাই।
ভূবন মোহন রূপের দেখা মরনকালে পাই॥

****

থাকোরে অবলার বন্ধু আর তোমারে যাইতে দিবনা।
তুমি বিপদ ভঞ্জন মধু সুদনরে বন্ধু মনরঞ্জন কেলে শুনা॥
ধরি তব শ্রীচরনে, দাসীরে রাখিও মনে, যাবার কালে যাইতে দিবনা॥
স্বতঃ-রজ-তমঃ গুনেরে বন্ধু তিন গুনে হও এক নিশানা॥
প্যারী বলে হাসি হাসি, কেড়ে নিব হস্তের বাঁশি, যাবার কালে যাইতে দিবনা।
ঘোসাই প্রেমচান্দ কয় ঠেকলায় কলেরে বন্ধু প্রেমের বন্ধন আর ছোটেনা।

****

প্রাননাথ বন্ধুরে, দুঃখীনিরে মনেতে রাখিও।
সাধের পিরিতিরে বন্ধু বিচ্ছেদ না ঘটাইও॥
বন্ধুরে, বাড়ির কাছে আরশি পরশি, তারা করে ঠারাঠুরি,
নাম ধরিয়া বাঁশি না বাজাইও।
প্রেম কাঙ্গালী জেনে বন্ধু আমায় না ছাড়িও॥
বন্ধুরে, লোকে যদি মন্দ বলে, স্থান দিওনা কর্ণমূলে,
পরার কথায় ছাড়িয়া না যাইও।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বন্ধু তুমি না যাইও॥
বন্ধুরে, ইন্দুরেখা আর ললিতা, সুচিত্রা চম্পকলতা,
বিশাখার ঠাই মনের দুঃখ কইও।
দুঃখিনীর মরনকালে সাক্ষাতে দাড়াইও॥

****

আমার প্রাণ তো বাচে নারে রসময় শ্যাম বিনে।
দয়ানি রাখিবায় বন্ধু জীয়ন মরনে॥
আমারে ভূলাইলে রে বন্ধু নয়নের বানে।
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু প্রাণ বাচে কেমনে॥
আশা করি প্রাণ সপিলাম তোমারই চরণে।
আমারে নি নিবায় বন্ধু দাসী বানাই সঙ্গে॥
ভাইবে রাধা রমন বলে আশা ছিল মনে।
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু রইমু কেমনে॥

****

শ্যাম কালিয়া শুনা বন্ধুরে, বন্ধু তুমি রসের বিনোদিয়া।
তুমি বিনে এ সংসারে কেহ নাই দরদীয়া॥
আমিতো অবলা জাতিরে বন্ধু না জানি বেদনা।
দয়াময় নামটি তোমার জগৎ ভরিয়া॥
ঘরের বাদী কালননদীরে বন্ধু সদায় দেয় যন্ত্রণা।
নিতি নিতি দেয়গো খুটা তোমার লাগিয়া॥
ভাইবে রাধা রমন বলেরে বন্ধু মনেতে ভাবিয়া।
অন্তিম কালে রাখিও মরে দিয়া চরণ ছায়া॥

****

বন্ধু তোমার রাঙ্গা পায়, কি বলিব আমি।
অন্যের অনেক ধন আছেরে বন্ধু আমার কেবল তুমিরে বন্ধু॥
কি দিব, কি দিব বলে মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব, সেই ধন আমার তুমিরে বন্ধু॥
তুমি যে আমার বন্ধু, আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে কি যাবে আমাররে বন্ধু॥
কহে যদুনাথ দাসে, শুন সব সখি।
আমি বিকাইলাম ঐ রাঙ্গা পায়, তোমরা হইও স্বাক্ষীরে বন্ধু॥

****

বন্ধু চুড়া বাশি তও, ছাড়িয়ানা যাও রাধারে সঙ্গে করি লও।
তইয়া যাইবায় ফুলের মালারে বন্ধু রাধার মনের জ্বালা।
দেখলে মালা উঠে জ্বালা কেদিবে সান্তনা॥
যথায় ইচ্ছা যাওরে বন্ধুরে, আমায় রাখিও মনে।
দুখিনী জানিয়া বন্ধু নাম লেখ চরনে॥
যেথায় যাইবায় চুয়া চন্দনরে, বন্ধু রাধার মনে জ্বালা।
দেখলে ক্রন্দন উঠবে ক্রন্দন কে দিবে শান্তনা॥
পানপাত্রে পান থইয়া যাইবায়রে, বন্ধু রাধার মনে জ্বালা।
কে খাইব পানপাত্রের পান যাইব ফুটা হইয়া॥
থইয়া যাইবায় ফুল বিছানারে বন্ধু রাধার মনে জ্বালা।
ফুল বিছানা দেখলে বন্ধু মরিব কান্দিয়া॥

****

কওরে বন্ধু প্রাণনাথ, দিয়া আমার মাথায় হাত,
দয়ানি রাখিবায় আমারে।
ওরে বন্ধু তুমি বিনে কে আছে সংসারেরে, প্রাণনাথ॥
তোমার প্রাণের লাগি, হইলাম আমি সর্বত্যাগী,
ধর্মকর্ম সব দিলাম তোমারে।
লোকে বলে কলংকিনী, দেখলে করে কানাকানি,
মন্দ বলে যার মনে যা ধরেরে, প্রাণনাথ॥
করুক লোকে কানাকানি, হই যদি কৃষ্ণের ধনি,
দেখি লোকে কি করিতে পারে।
বলে বলুক লোকে মন্দ, পাই যদি চরণবৃন্দ,
রাধারমন বলে যে কাতরেরে প্রাণনাথ॥

****

সুখের নিশিরে, বিনয় করি প্রভাত হইও না।
আমার সুখের ঘরে অনল দিও না॥
নিশিরে, যদি বন্ধু ছাড়িয়া যায়, কাটারী দিব গলায়,
পুরাইব মনেরই বাসনা॥
নারী বধের পাতকিনী, তুমি হও গহন যামিনী,
কলংক নাম জগতে ঘোষণা॥
নিশিরে, শাশুড়ী ননদী ঘরে, প্রাণটি আমার কাপে ডরে,
কখন জানি কি হবে ঘটনা।
বলে দ্বিজ দাস রুক্ষিনী, কেন অধির বিনোদিনী,
নিশি কারও কথায় প্রবোধ মানেনা॥

****

বলিগো রজনী তুমি প্রভাত হইওনা।
শ্যাম মনে সুখ বিলাস আশা পূর্ণ হইলনা॥
দামিনী জামিনী হইল-দিনমনি উদয় হইল।
প্রাননাথ মোর চলে যাবে দাসী সঙ্গে নিবেনা॥
শুন ওগো সরোবরি, তুমিও নারী আমিও নারী।
নারী হইয়া নারীর বেদন কিছুমাত্র বুঝনা॥
শুনগো সুখের যামিনী, আমি চির দুঃখিনী।
কুকিল তোমায় মানা করি কুহুরব আর করনা॥
জ্ঞান দাসের এই আকিঞ্চন, হয় যেন বাসনা পূরণ।
হৃদয় থাকি প্রান বন্ধু হৃদয় শুণ্য করনা॥

****

শুন যামিনীগো, কামিনীরে দুঃখ দিওনা।
না পুরিতে মন বাসনা প্রভাত হইওনা॥
তুমি সুখ যামিনী, আমি কুল কামিনীগো।
অনাথিনী কইরনা, কইরনা॥
তুমিও নারী আমিও নারী, নারীর বেদন জানে নারীগো।
নারী হইয়া নারীর বেদন কিছু মাত্র বুঝ না॥
হরিদাসের বিনয় বাণী, কহে করি চিন্তামনি।
দ্বীনমনি উদয় হইয়ওনা॥

****

শুন নিশীরে, বিনয় করি প্রভাত হইও না।
প্রভাত হইও নারে নিশী, প্রভাত হইওনা॥
তুমি নিশী প্রভাত হইলে, আমার প্রাণবন্ধু যাবে চলেরে।
মন বাসনা পূর্ণ হইল না॥
শুনরে নিশী বলি তোরে, আর যাতনা দিসনা মোরে।
অভাগী রাই'র আশা পুরল না॥
কোকিলায় পঞ্চম গায়, সুখের নিশী পোষাই যায়রে।
বিরহী রাই প্রাণে বাচে না॥

****

আর কত দিনেরে শ্যাম আর কত দিনে।
হইব দেখা ভঙ্গি বাকা ঐনি কুঞ্জ বনে॥
আওরে গুনমনি বওরে মম স্থানে।
ছাড়িয়া গেলে অভাগীরে থাকেনি তোর মনে॥
আদরিয়া কোলে লইয়া মধুর বচনে।
ঐ প্রান বদল দেও সরলও সন্ধানে॥
ভাইবে রাধা রমন বলে ঐ বাসনা মনে।
যুগে যুগে যোগল চরণ দিও আমার মাথে॥

****

প্রাণনাধ কি বলিব তোরে।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে॥
তোমার অঙ্গের পীত ধড়া দেহ আমি পরি।
উভ করি বাধ চুড়া আউলাইয়া কবরি॥
কানের কুন্ডল দেহ তোমার হাতের মুরলী।
কোলেতে আনিয়া দেহ নবীন বাছুরি॥
জ্ঞানদাস কহে কানাই পাসলি কর দুর।
চরনে পরাও তুমি কনক নুপুর॥

****

বন্ধু আজি কি হইল,
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোষাইল॥
মৃগমধু চন্দন, বেশ গেল দুর।
নয়নের কাজল গেল, সীথির সিন্দুর॥
যতনে পরাও মোরে, তব আবরণ।
সঙ্গে করি নিয়ে চল বঙ্কিম লোচন॥
তব অঙ্গের পীতবাস, দেও মোরে পরি।
উচ্চ করি বান্ধ চুড়া হেলাইয়া কবরী॥
তব গলার বনমালা দেও মোর গলে।
তব প্রিয় সখা বলে সুধালে গোকূলে॥
ভক্তগনে চিন্তে মনে একোন পিরীতি।
বাঘ হরিনে যেন একঘাটে বসতি॥
রাধা কৃষ্ণের প্রেমালাপে প্রভাত হইল।
প্রেমানন্দে সবে মিলি হরি হরি বল॥

****

সুখের নিশি হইল ভোর, বিদায় দেওগো বিধুমুখী যাই ব্রজপুর।
জাগিয়া পাড়ার লোকে আমায় বলবে চোর॥
রাগেগো, গগনে উদয় ভানু, মায়ে বলবে উঠ কানু,
গাই দোহাতে ধরিতে বাচুর।
গোষ্ঠে যাইতে রাখালগনে আমায় করবে জোর॥
রাধেগো, কোকিলার কুহু রবে, প্রানটি আমার ডরে কাঁপে,
তোমার প্রেমে হইয়া ভেভোর।
মান কুলমান সামলাইয়া রাখিও ননদী নিষ্ঠুর॥
রাধেগো, কাতরে কয় ব্রজনাথে, কি জানিকি হয়গো পথে,
চলিতে চরনে না পাই জোর।
দাসের প্রতি কর দয়া বন্ধিয়া প্রেম ডোর॥

****

ধনি রাই যাইগো, যাইগো ধনি তোমারে ছাড়িয়া।
কাল নিশীতে আসিব ঘুরিয়াগো॥
করোনাগো টানাটানি, আমার হস্ত ছাড় বিনোদীনি।
আমার বাঁশি দেওগো গৃহে যাই চলিয়া॥
চূড়া বাঁশি গৃহে থইয়া, প্রাণ কৃষ্ণ বিদায় হইয়া।
যাইন কৃষ্ণ কান্দিয়া কান্দিয়া॥
প্রভূর গলেতে ধরি, দুঃখ করে বিনোদীনি।
(রাধার) নয়ন জলে বক্ষ যায় ভাসিয়া॥
অধীন চৈতন্যের বাণী, গোবিন্দ হারাইয়া ধনি।
যাইন কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া॥
****

ও প্রাণনাথ বন্ধুরে, তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশি।
কিবা তোমার বাঁশি দেও, কিবা তোমার সঙ্গে নেওরে।
সঙ্গে নিয়া কর নিজ দাসী॥
তোমার বাঁশির সুরে, ভাইটল গাঙ্গে উজান ধরেরে।
আমি নারী হইয়া কেমনে গৃহে থাকি॥
শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইতে, বিদায় মাগইন রাইর কাছে।
আমি নারী হইয়া কেমনে বিদায় দেই॥
ভাইবে রাধা রমন বলে, প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে।
আমি অন্তিমকালে যোগল চরণ পাইরে॥
****

শীঘ্র বিদায় দেওগো বিধুমুখি রাই আমারে।
উদয় দিনমনি, নাই যামিনী, যাইতে হবে আপন ঘরে॥
ভোর হইল সুখের নিশী, জাগিবেন পুরবাসি,
চীরদূষি করিবেন আমারে।
গোষ্ঠের বেলা, কর ছালা, ধেনু বৎস্য বান্ধা ঘরে॥
জাগিবেন মা নন্দরাণী, কইরে বাছা নীলমনি,
সর-লবনি খাওয়াইছিনা তোরে।
গোষ্ঠে যাইতে রাখালগণে, ডাকবে আমায় কানাই বলে॥
জাগিবেন পিতা নন্দ, বলবে আমায় কতই মন্দ,
প্রেমানন্দ সবই যাবে দূরে।
আজ হতে বৃন্দাবনে ছাই দিয়ে যাই সুখের ঘরে॥
****

যাই যাই বলিওনা বন্ধুরে, প্রানবন্ধুরে যাইতে দিবনা।
আমি মনসাধে করমু চরণসেবারে প্রানবন্ধু॥
আমার হৃদয়ের মাঝে, বিচিত্র পালঙ্ক আছে।
তুমি শয়ন কর অক্ষি নিরখিয়ারে॥
একেতো মেঘের ছটা, তার মাঝে বিজুলি ছটা।
তুমি কেমনে যাইবায় গোয়ালপাড়ারে॥
ভাইবে রাধা রমন বলে, প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে।
তুমি যাইবার কথা বলিওনা আমায়রে।

****

প্রাণ বন্ধুয়ারে, ধীরে ধীরে ধীরে যাইও॥
নুপুর না দিও পায়, দৌড় না দিও তায়,
চরনে ফুটিবায় চাইও কাঁটা॥
নুপুরের শব্দ শুনি, উঠিবেক ননদীনি,
চোর বলে তোমায় দিব খোঁটা॥
জাগিবা পিতা নন্দ, তোমারে বলিবা মন্দ,
পরার কথায় আমায় না ছাড়িও॥
ভাইবে রাধা রমন বলে, দিবা নিশী হিয়া জ্বলে,
কেমনে যাইবায় গোয়াল পাড়া॥

****

আমার মন মানেনা প্রান বন্ধু বিদায় দিতে ও ললিতে।
আমায় বলুক বলুক লোকে মন্দ গকুলে আর ব্রজেতে॥
আর প্রান বন্ধু বিদায়ের কথা শুনগো সখি কুঞ্জলতাগো।
আমায় ধরগো সখি অবস অঙ্গ পারিনা আর দাড়াইতে॥
প্রান বন্ধু বিদায়ের কালে, বুক ভেসে যায় নয়ন জলেগো।
আমায় বলগো সখি কোন প্রানে কই প্রান বিদায় দিতে॥
কহে বিপিন রাস বিহারী, বন্ধের প্রেমে জ্বলে মরিগো
আমার মনে হয়গো নুপুর হইয়া রহিতাম শ্যাম চরনে॥

****

রসরাজ কালিয়া বন্ধুরে, সোনার বন্ধু রসরাজ কালিয়া।
আমি কি বুকেতে গৃহে রব তোমায় বিদায় দিয়া॥
পারিজাতের হার শ্যামে রাধার গলে দিয়া।
শ্রীরাধার গলে ধরি বিদায় মাগিলা॥
কুঞ্জ হইতে শ্যাম রসরাজ যাইন বাহির হইয়া।
একদৃষ্টিতে শ্রীরাধিকায় রহিলা চাহিয়া॥
রাস্তা দিয়া শ্যাম রসরাজ যাইন ধীরে ধীরে।
অলকিতে প্রবেশিলা যশোদার মন্দিরে॥
ভাইবে রাধা রমন বলে বন্ধু মনেতে ভাবিয়া।
কুঞ্জের লিলা সাঙ্গ হইল নিশি গেল পুষাইয়া॥

****

রাত্র নাই আর বেশি, বিদায় দেও রাই প্রান প্রিয়সি।
ঐশুন কোকিলায় ডাকে জাগল নগরবাসীগো॥
সুখ বিলাস বাসনা রাইর পুরিল না আসি।
আমার ব্রজে যাইতে মন চলেনা আমি না গেলে হই দোষিগো॥
রাধার চরন সাধন ভজন গয়া গঙ্গা কাশি।
অধর চান কয় ঐ প্রেমেতে আমার মন করল উদাসীগো॥

****

বিদায় হইয়া যায় রসময় রসের বিনোদিয়া।
পন্থপানে চাইয়া রইছইন শ্রীমতি রাধিকা॥
আস্তে আস্তে যাও রসময় পন্থ তোমার জানা।
ঐ দেখা যায় গোয়ালপাড়া নন্দের আঙ্গিনা॥
চুড়াধড়া মোহন বাশি বুকেতে চাপিয়া।
বিদায় হইয়া যাইন রসময় রাজপন্থ দিয়া॥
হাটি হাটি যাইন রসময় ফিরিয়া ফিরিয়া চাইন।
কুঞ্জের ধারে দাড়াইয়া শ্রীরাধিকায় চায়॥
নন্দালয়ে গিয়া কৃষ্ণ শয়ন করিলা।
পুর্বে ভানু উদয় হইল নিশী প্রভাত হইলা ।
কি অপরূপ লীলা সখি, কি অপরূপ লীলা।
ঐ দেখিলাম রাধার কুঞ্জে নন্দালয়ে আইলা॥

****

প্রেম ধারা বয়গো শ্যামের বাকা নয়নে।
বিদায় দেওগো বিধুমুখি রাই আমারে॥
রজনী প্রভাত হইল পূর্বে উদয় ভানু।
শ্রীরাধার হস্তে ধরি বিদায় মাগন কানু॥
অঙ্গে অঙ্গে মিশামিশি নয়নে নয়নে।
বসন বিজিল রাধার দুই নয়নের জলে॥
বল বল প্রাননাথ মাথায় দিয়া হাত।
আর কত দিনে দেখা হইব প্রাননাথ॥
আস্তে আস্তে যাইনগো কৃষ্ণ ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।
জোড় হস্তে প্রনাম করইন শ্রীরাধার পায়॥
কান্দিয়া কান্দিয়া কৃষ্ণ করিলা গমন।
ব্রজপুরে গিয়া কৃষ্ণ দিলা দরশন॥
মন্দিরের সামনে গিয়া হস্তে দিলা তালি।
আপনে খসিয়া পড়ে কপাটের খিলি॥
যশোদার কুলে কৃষ্ণ করিলা শয়ন।
রজনী প্রভাত হইল কয় উমা চরন॥

****

যায় বন্ধুয়ারে, যায় বন্ধুয়া আপনার বাসরে যায়রে॥
ঘুমে ঢুলু ঢুলু বন্ধুর যুগল নয়ন।
কেমনে যাইবে ঘরে ভাবেন মনে মন॥
কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া, চতুর্দিকে চায়।
ধীরে ধীরে রাধার বন্ধু নন্দালয়ে যায়॥
সখীগণ সঙ্গে রাধা করিলা গমন।
যার যেই স্থানে গিয়া করিলা শয়ন॥
শ্রীগোবিন্দ দাসে বলে অপরূপ লীলা।
যশোদার কোলে কৃষ্ণ শয়ন করিলা॥

****